নারীর নীতি

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-কথিত

নারীর নীতি

শ্রীপঞ্চানন সরকার, এম-এ

সঙ্কলিত

মূল্য দুই টাকা বার আনা

ভূমিকা

মনের খেয়ালকে প্রমত্ত, উন্মত্ত যাহাই বলি না কেন, রেহাই সুদূরে। খেয়াল লইয়াই থাকি, চলি; এমনি কত-কি ভাবিতাম, এখনও ভাবি। কোন্ শব্দ কি ধাতু হইতে আসিয়াছে, তার অর্থ কি? জীবনের দর্শনের সঙ্গে মিলুক না মিলুক—শব্দের মূলগত অর্থের সন্ধানে কেমন একটু ঝোঁক! চির-পরিচিত অতি পুরাতন কোনো কথাই হয়ত সহসা কেমন নূতন-করিয়া কাণে ঠেকিয়া যায়,—চোখ পড়ে তার গোড়ায় কি ধাতু আছে তার দিকে। এমনি নূতন-করিয়া একদিন লক্ষ্যে দাঁড়াইল 'নারী'।

দেখিলাম—নারী তা-ই যাহা বৃদ্ধি পাওয়ায়;—ধারণ করিয়া, নব নব প্রেরণার চয়ন করিয়া মানুষকে উন্নয়নে—ক্রমবর্দ্ধনে পরিণত, সার্থক করিয়া তোলে। মনে পড়িল কেথাও একদিন পড়িয়াছিলাম—'নারী' কথার প্রকৃত অর্থ নেত্রী! অবলা, দুর্ব্বলা, পরমুখাপেক্ষিণী, লাঞ্ছিতা, অবহেলিতা, পদদলিতা—এসব, তা-হ'লে, নারীর

নিজস্ব নহে! একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস পড়িতে চাহিল, কিন্তু কেমন সন্দেহ—নেত্রীত্বেই নারীর সত্যিকারের বিশেষত্ব? যদি হয় তবে কই,—জীবনে 'নারী'র সঙ্গে যে পরিচয় তাহাতে সে নারীত্ব দেখিতে পাইয়াছি কি? হয়ত আছে, আমার দেখায় মেলে নাই—এই কি? নারী বলিয়া প্রায়ই যাহা দেখিয়াছি সে কি এই নারী, এমনই,—না নারীত্বের কঙ্কাল?—আলোক-বর্ত্তিকা-হস্তে সেবা-প্রেরণা-ভরা উদ্দীপনার সহজ প্রাচুর্য্যে জীবনোৎসব-রূপা আদর্শ নেত্রী সে, না স্বাস্থ্যহীনা শ্রীহীনা বিকটরূপা প্রেতিনী,—রক্তলোলুপা ঘোরনয়না কামিনী, বাঘিনী? কি সেখানে দেখিয়াছি, প্রাণ-ঢালা ভালবাসায় সেবায় নিঃশেষ আত্মদান—না দাবী?

অথচ, শাস্ত্রকার ঋষি ত দেখি নিঃসন্দেহ গাম্ভীর্য্যে নারীকে তেমনই উচ্চস্থান দিয়া রাখিয়াছেন। আবার প্রাচী ও প্রতীচীর মনীষিগণের অসূয়াহীন মহতী উক্তি—নারীই জন্ম ও জাতির নিয়ন্ত্রী! হয়ত সত্যিই তাই, কিন্তু সে কেমন-করিয়া?

মনে হইল—কিছু কিছু দেখিয়াছি জীবনের যেখানে আরম্ভ সেখানে, দেখিয়াছি নারী, পরিমাপনপটিয়সী মাতা, মূর্ত্তকরণ-নিরতা জননী, প্রসূতি ধাত্রী,—ধারণে পোষণে

পালনে বর্দ্ধনে রূপিণী শ্রী। পারিপার্শ্বিক আনিয়া দেয় সাড়া, জননীর মুগ্ধ আকর্ষণে তাহা সমগ্রতায় সমীকৃত—গ্রথিত হয়। এমনি করিয়া শিশুর ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। তাই বুঝি অগ্রণীগণ বলিয়াছেন—একটি শিশু জীবনের প্রথম পাঁচবৎসরে জননীর ঐকান্তিক সাহচর্য্যে উদ্দীপ্ত গ্রহণমুখতায় চারিধার হইতে যাহা, যতটুকু, যেমন-করিয়া আহরণ করে—পরবর্ত্তী জীবন তার তাহাই আরো আরো করিয়া ফুটাইয়া দেয় মাত্র;—বাল্যের ব্যগ্র আকুলতায় জননী যে ভাব শিশুতে উপ্ত করে তাহাই সারাজীবন তার চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে রঞ্জিত করিতে থাকে ও চারিত্র্যে পরিণত হয়।

দেখিতে পাই, পুরুষের জীবনে আবার আসে নারী, সহজ-আকর্ষণ-মুখরা দীপ্ত নারীত্বের সম্ভার লইয়া। পুরুষকে চালায় সে সাধারণতঃ—যার যেমন ঝোঁক,—যে যেমন করিয়া পারে তেমন করিয়া যে দিকে পারে সেই দিকে;—প্রকৃতির স-লীল আকর্ষণে নারী পুরুষ হইতে ও পুরুষ নারী হইতে গ্রহণ করে সব চেয়ে বেশী, সহজে, অনায়াসে।

ঋষি আবার বলিয়াছেন—সন্তানের জন্ম নাকি সর্ব্বৈব জায়াধীন। মনোজ্ঞা রমণীর অনুরক্তিই পুরুষের মনে ভাব-ঘন মিলন-ব্যগ্রতার সৃষ্টি করে, তাহাই মূর্ত্ত হয়

সন্তানরূপে। তাই, কেহ হয় মূর্খ অপোগণ্ড—মানব কল্পনার জীবন্ত পরিহাস, কেহ হয় সুদেহ বীর্য্যবান্ জ্ঞানী—নিখিল সার্থকতার অধিকারী,—মানুষ সন্তানে যাহা চায় তাই।

ওদিকে সুশ্রুত আবার বলিয়া রাখিয়াছেন—পতির দোষদর্শিনী দ্বেষ্যা কামিনীর সহবাস পতিতে ক্লীবত্ব সৃষ্টি করে।—আর পুরুষবৃত্তির উদ্বর্দ্ধন-বিলাসিনী মনোরমা রমণী পুরুষশক্তির অফুরন্ত উৎস!

মানুষের জীবনে নারী যদি এতখানি, নারীত্বের নিটোল বিকাশ যদি জন্ম ও জাতির এত ঘনিষ্ঠ, তবে ত দেশকে সমাজকে জাগ্রত করিতে হইলে—পরিবারকে শ্রীমণ্ডিত করিতে হইলে, নারীকেই সর্ব্বপ্রথমে হইয়া উঠিতে হইবে অন্বর্থনামা আদর্শ নারী, নচেৎ নান্যঃ পন্থাঃ। কিন্তু চিন্তা ও কর্ম্মের যে ধারা, সাদাসিধে ভদ্রলোক হইয়া উঠাই কত শক্ত—অন্ততঃ আমার মতন লোকের পক্ষে, তাহাতে কেমন-করিয়া কি হইতে পারে! নারীত্ব সার্থক হইবে কেমন-করিয়া? —মরণ-মুখ জীবনে অমৃতের সন্ধান জাগিবে কোন্ পথে, কোন্ নীতি অবলম্বনে,—কবে, কেমন-করিয়া?

দ্বন্দ-ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা লইয়া পাগল খেয়ালীর মত

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হাজির হইতাম, যেমন-করিয়া 'নারীর পথে'র প্রশ্নগুলি খুঁটি-নাটি-করিয়া তাঁর নিকট ধরিয়াছিলাম। তাঁর উত্তরে অভিনব আলোকপাতে মনের প্রশ্ন গলিয়া যাইত, মুক্তির পুলক শিহরণ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইত,—কেমন একটা বিশ্রামবর্ষী শান্ত সমীরণ সমস্ত সত্তার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। —তাই, ভাষার দিকে তাকাই নাই—তাকাইতে সাহস হয় নাই ;—যেমন শুনিয়াছি—তখনই অবিকল তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম—তাঁর দেওয়া এ প্রসাদী নির্মাল্য যত্ন-করিয়া রাখিয়া দিলে কাহারও উপকারে আসিতে পারে ভাবিয়া। এক-একটি ভাবগুচ্ছ যেমন ভাষার স্তবকে তাঁর মুখ হইতে বাহির হইত—মুগ্ধ লেখনী তাহাই লিখিয়া গিয়াছে ; আজ তাহাই তেমনই আকারে মুদ্রিত হইল,—'নারীর নীতি'র এই অভিনব ছন্দো-বিন্যাস এমনি করিয়া।

আমারই মতন ব্যর্থতায় বিপন্ন কেহ যদি এই নীতিমালার কথঞ্চিৎ ভাব গ্রহণ করিয়া, জীবনের সহিত মিলাইয়া, বুঝিয়া,—প্রশ্নবহুল পারিবারিক জীবন-পথে কিয়ন্মাত্র মীমাংসার অরুণ স্পর্শ খুঁজিয়া পান,—আমার শ্রম সার্থক হইবে। আর, সমগ্রদেশ যাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে—যাহার লালনে 'অনুরূপরূপাঃ' হইয়া বর্দ্ধিত বিকশিত

হয়, আমার সেই জননীদের কেহ যদি এই 'নারীর নীতি'র ইঙ্গিতমাত্র অনুসরণ করিয়া নারীত্বের অটুট লক্ষ্যে পদমাত্র অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন শুনিতে পাই— ইহার 'নীতি' নাম জয়মণ্ডিত হইবে, কৃতার্থ দেখিয়া কৃতার্থ হইব। সে আহ্লাদ অমূল্য, সে আমার ও তাঁর যাহারা তাহাদের।

শ্রীপঞ্চানন সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

মেয়ে আমার,

তোমার সেবা, তোমার চলা

তোমার চিন্তা, তোমার বলা,

পুরুষ জনসাধারণের ভিতর

যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে—

যা'তে তা'রা

অবনতমস্তকে, নতজানু হ'য়ে,

সসম্ভ্রমে,

ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে—

'মা আমার,—জননী আমার!' ব'লে

মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়,—

তবেই তুমি মেয়ে,

—তবেই তুমি সতী।

মায়ের মতন

তুমি মানুষের
মায়ের মত আপনার হইতে
চেষ্টা কর,-
তা' কথায়, সেবায় ও ভরসায়,
কিন্তু মেশায় নয় ;—
দেখিবে—
কতই তোমার-হইয়া যাইতেছে !

সেবা ও সেবার অপলাপ

'সেবা' মানে তা'ই
যা' মানুষকে
সুস্থ, স্বস্থ, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া তোলে ;
আর তা' হয়না
অথচ শুশ্রূষা আছে—
সে সেবা অপলাপকেই আবাহন করে।

ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা

ক্ষিপ্রতার সহিত দক্ষতাকে সাধিয়া লইও,
আর নজর রাখিও—
মানুষের প্রয়োজনানুরূপ হাবভাবের উপর ;
আর হাবভাব দেখিয়াই যাহাতে
প্রয়োজনকে অনুধাবন করিতে পার—
তোমার বোধকে এমনতরই তীক্ষ্ণ করিয়া লইতে
চেষ্টা করিও।
এমনি করিয়াই—
ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত—
মানুষের প্রয়োজনকে অনুধাবন করিয়া
সেবাতৎপর হইও,—
দেখিও—
সেবার জয়গানে
তোমাকে পরিপ্লুত করিয়া তুলিবে !

সুখ ও ভোগ

'সুখ' মানে তা'ই
যাহা beingটাকে (সত্তা বা জীবনটাকে)
সুস্থ, সজীব ও উন্নত করিয়া
পারিপার্শ্বিককে
অমনতর করিয়া তোলে,—
আর
প্রকৃত ভোগ
তখনই সেখানে, তাহাকে
অভিনন্দিত করে।

নারীর বৈশিষ্ট্য

মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে—
নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য,
সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন ;
তুমি তোমাদের ঐ বৈশিষ্ট্যের
কোন-কিছুকেই
ত্যাগ করিও না ;
ইহা হারাইলে
তোমাদের
আর কী রহিল ?

কুমারীত্বে

কুমারী মেয়েদের—

পিতায় অনুরক্তি থাকা,

তাঁহার সেবা ও সাহচর্য্য করা,—

তাঁহার সহিত

আলাপ ও আলোচনা করা-

উন্নতির

প্রথম ও পুষ্ট সোপান।

ধর্ম্মকার্য্য

ধর্ম্মকার্য্য মানে তা'ই করা—
যা'তে
তোমার ও তোমার পারিপার্শ্বিকের
জীবন, যশ ও বৃদ্ধি
ক্রমবর্দ্ধনে বর্দ্ধিত হয়।—
ভাবিয়া, বুঝিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া—
তা'ই বল,—
আর আচরণে
তা'রই অনুষ্ঠান কর,—
দেখিবে—
ভয় ও অশুভ হইতে
কতখানি ত্রাণ পাও।

নারীত্বের অপলাপ

মনে রাখিও—
তোমার সংসর্গ যদি
সর্ব্ববিষয়ে,
যথাযথ ভাবে,
উন্নতি বা বৃদ্ধির দিকে
চালিত না করিল—
তোমার নারীত্ব কি
মসীলিপ্ত হইল না ?

দান ও প্রাপ্তি

তোমার ভাব, ভাষা ও কর্ম্মকুশলতা যেমনতর
তোমার সংসর্গে যাহাই আসিবে
তাহাই
তেমনই করিয়া
উদ্দীপ্ত হইবে,—
আর তুমি পাইবেও
তা'ই—তেমনই করিয়া !
তুমি নারী,
প্রকৃতিই তোমাকে
এমনতর গুণময়ী করিয়া
প্রসব করিয়াছেন—
বুঝিয়া চলিও !

ভাব, ভাষা ও কর্ম্ম

ভাব
ভাষাকে মুখর করিয়া তোলে—
আবার ভাবই
কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে,
আর ভাবনা হইতেই ভাব উদিত হয় ;
অতএব
তোমার ভাবনাকে
যত সুন্দর, সুশৃঙ্খল, সহজ, অবিরোধ
ও উন্নত-ধরণের করিবে—
তোমার ভাষা, ব্যবহার ও কর্ম্মকুশলতাও
তেমনতর
সুন্দর, অবিরোধ ও উন্নত-ধরণের হইবে

চাওয়ার বিলাসিতা

যখনই দেখ্‌বে—
তোমার
বাক্, ব্যবহার, চলন, চরিত্র ও লেগে-থাকা
তোমার চাওয়াকে
যেমন ক'রে পেতে পারে—
তা'কে সহজভাবে অনুসরণ কর্‌ছে না,—
নিশ্চয় জেনো—
তোমার চাওয়া খাঁটি নয়—
চাওয়ার বিলাসিতা মাত্র

পরিজনে ব্যাপ্তি

যদি যশস্বিনী হইতে চাও—
তোমার নিজত্ব ও বৈশিষ্ট্যে অটুট থাকিয়া
পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধিকে
তোমার সেবা ও সাহচর্য্য দিয়া
উন্নতির দিকে
মুক্ত করিয়া তোল,
তুমি প্রত্যেকের পূজনীয়া ও নিত্যপ্রয়োজনীয় হইয়া
পরিজনে ব্যাপ্ত হও—
আর এই গুলিই
তোমার স্বাভাবিক
বা
চরিত্রগত হউক।

সন্তোষে সুখ

নিজের প্রয়োজনকে
না বাড়াইয়া,
মান যশের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া,
সেবাতৎপর থাকিয়া
সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকাকে
চরিত্রগত করিয়া লও ;—
সুখ
তোমাকে
কিছুতেই ত্যাগ করিবে না।

মহৎগুণের কয়েকটি

আদর্শে অনুপ্রাণতা,
সেবায় দক্ষতা,
কার্য্যে নিপুণতা,
কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি,
ব্যবহারে সম্বর্দ্ধনা—
এগুলি মহদ্‌গুণ।

স্বমত-প্রকাশে

যে নারী
নীচু হইয়া,
সম্মানের সহিত,
নিজের মতকে প্রকাশ করে—
এবং
তৎসম্পর্কে
কাহাকেও খাটো করে না,—
সে—
সহজেই
আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়

শিক্ষার ধারা

নারীকে
শিক্ষিত করিতে হইলে
শিক্ষার ধারা
এমনতরই হওয়া প্রয়োজন—
যাহাতে
তাহারা
বৈশিষ্ট্যে বর্দ্ধনশীল,
উন্নতি-প্রবণ
ও অব্যাহত হয় ;—
তবেই—
সেই শিক্ষা
জীবন ও সমাজকে
ধারণ, রক্ষণ ও উন্নয়নে
সার্থক করিতে পারে !

বৈশিষ্ট্যোল্লাঙ্ঘনী শিক্ষা

বৈশিষ্ট্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া
শিক্ষার অবতারণা করা—
আর
জীবনকে
নপুংসক করিয়া দেওয়া-
একই কথা ।

শিক্ষায় ভক্তি ও ঈর্ষ্যা

প্রেম

বা

ভক্তি হইতে উদ্ভূত

যে শিক্ষা—

তাহাই

জীবন ও চরিত্রকে

রঞ্জিত করিতে পারে ;-

আর

পরস্ত্রীকাতরতা,

ঈর্ষ্যা

ও হীনবোধ হইতে

যাহার উদ্ভব—
তাহা মাথায়
কলের গানের রেকর্ডের মতন
স্মৃতির দাগই
সৃষ্টি করিতে পারে ;
কিন্তু জীবন ও চরিত্রকে
অল্পই স্পর্শ করে।

লজ্জা ও সঙ্কোচ

লজ্জা
যেখানে পুরুষের
মোহকে
ডাকিয়া আনে—
তা' লজ্জা নয়কো—
দুর্ব্বলতা বা ন্যাকামী !
নারীর লজ্জা যদি
পুরুষকে
সশ্রদ্ধ, অবনত ও সেবা-উন্মুখ করিয়া তোলে,
সেই লজ্জাই নারীর অলঙ্কার ;—
লজ্জাকে ভুল করিয়া
তাহার নামে
দুর্ব্বলতাকে
ডাকিয়া আনিও না।

স্বধর্ম্ম-লাঞ্ছনা

যখনই পুরুষ
নারীতে উন্মুখ হইয়া—
যাহা-যাহা লইয়া নারী
তাহা
কুড়াইয়া লইয়া—
নিজেকে সাজাইতে চায়,—
আর
নারী যখন
পুরুষত্বের দাবী করিয়া
তাহার বৈশিষ্ট্যকে
তাচ্ছীল্য করে-
ও পুরুষের হাবভাবের অনুকরণ করিয়া
তাহারই দাবী করে,-

মৃত্যু—

তখন তাহার জাতীয় আন্দোলনে

উদ্দাম হইয়া ওঠে ;—

তুমি তোমার ভগবান্-দত্ত আশীর্ব্বাদ—বৈশিষ্ট্যকে

হতশ্রদ্ধায় লাঞ্ছিত করিও না—

মৃত্যুর উদ্দাম আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিও না—

সাধ্য কি—সে তোমাকে অবনত করিবে !

সেবায়
শয়তানের হাতছানী

যে সেবা
তোমার আদর্শকে
অতিক্রম করে
কিন্তু প্রতিষ্ঠা করে না,—
তাহা
শয়তানের হাতছানী !
লুব্ধ হইয়া—
তমসাকে
আলিঙ্গন করিও না !

প্রকৃত অবরোধ
ও
অবগুণ্ঠন

দুঃশীলতার

অবরোধ ও অবগুণ্ঠন

মানুষের—বিশেষতঃ নারীর—

প্রকৃত

অবরোধ ও অবগুণ্ঠন

একানুরক্তি
ও
বহু-অনুরক্তি

একানুরক্তি—
বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিয়া,
ভাঙ্গিয়া—জ্ঞানে বিন্যস্ত করিয়া দেয়,-
আর
বহু-অনুরক্তি—
বৃত্তিগুলিকে
আরো হইতে অরোতর করিয়া,—
বিবেক ও বিবেচনাশূন্য
করিয়া ফেলে ;—

তাই,

বহুতে আসক্তি

মূঢ়ত্ব ও মরণের পথ

পরিষ্কার করে—

আর

একানুরক্তি

অমৃতকে নিমন্ত্রণ করে !

বহিরিঙ্গিতে চরিত্রানুসন্ধান

তোমার চাউনি, চলা, হাসি, কথা,
আচার, ব্যবহারকে
এমনতর ভাবে চরিত্রগত করিতে চেষ্টা করিবে—
যাহাতে সাধারণতঃ
পুরুষ-মাত্রেরই
ভক্তি, সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ;—
তাই,
যখনই দেখিবে
কোন পুরুষ
তোমার প্রতি
কামলোলুপ ইঙ্গিত করিতেছে,

তখনই, তোমার চরিত্রকে
তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিও
গলদ্ কোথায়—
আর কেন এমন হইতেছে—
যদিও দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ এমনই করিয়া থাকে,
কিন্তু
তোমার প্রতি ভয় ও সম্ভ্রমই
ইহার উত্তম প্রতিষেধক !

উৎসবভ্রমণাদিতে পুরুষসাহচর্য্য

পিতা কিম্বা পিতৃস্থানীয় গুরুজন,
উপযুক্ত ছোট কিম্বা বড় ভাইর সহিত
খেলাধূলা, গীতিবাদ্য, উৎসবভ্রমণ
করাই শ্রেয়ঃ—
ইহাতে
কুমারীদের
বিপৎপাতের
সম্ভাবনা কমই ঘটিয়া থাকে-
তুমি পার তো এমনভাবেই চলিও ;—
যতক্ষণ
এমনতর সামর্থ্য অনুভব না কর-

যাহাতে

পুরুষমাত্রেই

তোমার কাছে

সম্ভ্রমে অবনত হইবেই।

সাজসজ্জার
প্রয়োজন ও বাহুল্য

নারীর সাজসজ্জা
পরণ-পরিচ্ছদ
চলন-চরিত্র
এমনতর হওয়া উচিত—
যাহা
পুরুষের মনে
একটা
উন্নত, পবিত্র, সংভাবের সৃষ্টি করে ;
আর
ইহা সুপ্রজননের ও
মানুষকে শ্রদ্ধোদ্দীপ্ত করারও
একটা উত্তম উপকরণ ;—
ইহার বহুলতায়
বাহুল্যকেই ডাকিয়া আনিবে—
সাবধান হইও !

গুপ্ত পুরুষাকাঙ্ক্ষা

যখনই দেখিবে
পুরুষ-সংস্রব
তোমার
ভাল লাগিতেছে—
অজ্ঞাতসারে, কেমন করিয়া,
পুরুষের ভিতর যাইয়া
আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছে—
বুঝিও—
পুরুষাকাঙ্ক্ষা
জ্ঞাতসারেই হোক্ আর অজ্ঞাতসারেই হোক্
তোমার ভিতর মাথাতোলা দিতেছে ;—
যদিও
স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই প্রকৃতিগত একটা ঝোঁক
উভয়ের সংস্রবে আসা—

তথাপি
দূরে থাকিও,
নিজেকে সামলাইও—
নতুবা
অমর্য্যাদার
তোমাকে কলঙ্কিত করিতে
কিছুই লাগিবে না।

ঈর্ষ্যা ও দোষদৃষ্টিতে

ঈর্ষ্যা, অসহানুভূতি ও দোষদৃষ্টির
একটা প্রধান কারণই হচ্ছে—
একের যাহা ভাল লাগে,
অন্যের তাহা ভাল না লাগিয়া—
অহংকে আহত, উদ্বিগ্ন, অবসন্ন করিয়া তোলে
—আর এটা উভয়তঃ ;—
তা'রই ফলে
অপবাদ ও ঈর্ষ্যায়
অপ্রতিষ্ঠা আসিয়া
উভয়েরই অপলাপ আনিতে চায় ;
তুমি কিন্তু অন্যের ভাল-লাগায় আনন্দিত হইও,—
সহানুভূতি করিও ;—

যদি তোমার ক্ষতিও আনিয়া থাকে,
তাহার অবস্থা, প্রয়োজন ও বোধের দিকে
নজর রাখিয়া—
তথায় তোমার অমনতর হইলে তুমিও তাই করিতে
বোধ করিয়া
তাহার নিন্দা বা অখ্যাতি করিও না—
আর এ'টা তুমি
চরিত্রগত করিয়া ফেলিতে চেষ্টা কর ;—
দেখিবে—
প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে
স্বস্তি তোমাকে অভ্যর্থনা করিবে।

অভিমানে

অভিমান করা
মেয়েদের একটা
বিষম দুর্ব্বলতা ;—
মানুষের চাহিদা যখন
ব্যাহত হয়,
অহং তখন
নীচু হইয়া,
হীনতা অবলম্বন করিয়া,
আপশোষে মাথা গোঁজা দেয় ;-
আর
অভিমান হচ্ছে
এই অহংএরই
একরকম অভিব্যক্তি ;

তাই,

অভিমানের সহজ সহচরই হচ্ছে

ঈর্ষ্যা, আক্রোশ ও অন্যায্য দুঃখের বগ্‌বগানি,

অল্প কারণকে

অনেক-করিয়া বোধ করিয়া—

তাহাতে মুহ্যমান হওয়া,

রোগেচ্ছা (will to illness),

অপরিচ্ছন্ন ও কুৎসিত থাকার চিন্তা

(will to ugliness) ;

—সাবধান হইও—

ইহা তোমাকে জাহান্নমে লইবার প্রকৃত বন্ধু !

প্রতিষ্ঠায় প্রেম

প্রেম বা ভালবাসা—
তা'র প্রেমাস্পদকে
পারিপার্শ্বিকে, জগতে
শুধু প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হয়না,—
সে আরও চায়—তাহার জগৎকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে
তাহার প্রেমাস্পদকে
উপঢৌকন দিয়া কৃতার্থ হইতে ;—
তাঁহাকে বহন করিয়া,
বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করিয়া—
অধীনতায়
তৃপ্তি ও মুক্তিকে আলিঙ্গন করিতে ;—

আর এমনই করিয়া
প্রেম তাহার প্রিয়কে
বোধে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, জীবনে ও ঐশ্বর্য্যে
প্রতুল করিয়া তোলে—

তাই,
প্রেম এত নিষ্পাপ
— এত বরণীয় !

কামে কাম্য

কাম চায়
তাহার কাম্যকে
নিজের মত করিয়া লইতে—
সে সুখী হয়
কাম্য যদি তাহার জগৎখানি লইয়া
তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া দেয় ;
কাম
কাহারও পানে ছুটিতে জানে না—
তাহার শিকারকে
আত্মসাৎ করিয়াই তাহার তৃপ্তি ;—
সেই জন্য তাহার বৃদ্ধি নাই—
জীবন ও যশ
সঙ্কোচশীল—
মরণ-প্রাসাদে তাহার স্থিতি—

তাই, সে

পাপ, দুর্ব্বলতা, চঞ্চল, অস্থায়ী

ও মরণ-প্রহেলিকাময় !

—বুঝিয়া দেখ

কি চাও ? !

দুঃখের প্রলাপে

নিয়ত দোষ ও দুঃখের কথা
মানুষকে
সহানুভূতি শূন্য করিয়া তোলে-
কারণ,
মানুষ তোমা হ'তে
দোষ বা দুঃখ চায় না !—
চায় জীবন, আনন্দ, যশ ও বৃদ্ধি ;—
তাহা যদি না পায়,
তোমার, আপনার বলিয়া কেহ
থাকিবে না—
সরিয়া যাইবে
নিভিয়া যাইবে,—
দেখিও !

সন্দেহযোগ্য প্রেম

প্রেম যদি
প্রেমাস্পদকে
প্রতিষ্ঠা ও যাজনা
না করে,–
সে প্রেমকে
সন্দেহ করিতে পার—
নজর রাখিও

নিদ্রায়

চেতন থাকা
ভগবানের আশীর্ব্বাদ,—
আর
এই চেতনাই জীবন ;—
তুমি বৃথা নিদ্রাকে
সাধিয়া আনিও না,—
ততটুকু ঘুমাইও—
যাহার ফলে—
আরো
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পার !

সেবায় লক্ষ্মী

'লক্ষ্মী' মানে শ্রী—
আর
এই 'শ্রী' কথা আসিয়াছে
সেবা করা হইতে ;—
তুমি
যথোপযুক্ত ভাবে
তোমার সংসার ও
সংসারের পারিপার্শ্বিকের,
যেখানে যতটা সম্ভব,
বাক্য, ব্যবহার, সহানুভূতি, সাহায্য দ্বারা
অন্যের অবিরোধ ভাবে
মঙ্গল করিতে চেষ্টা করিও,—
তোমার লক্ষ্মী-আখ্যা
খ্যাতিমণ্ডিত হইবে—
দেখিও !

সেবায় অপঘাত

সাবধান থাকিও—
কাহারও ভাল করিতে গিয়া
অন্যের ভালকে
বিধ্বস্ত করিও না,—
একজনের সুখ্যাতি করিতে গিয়া
অন্যের অখ্যাতি করিও না,
একের সেবা করিতে গিয়া
অন্যের প্রতি দৃষ্টিহীন. হইও না ;
সাধারণতঃ
ইহাই ঘটিয়া থাকে—
তুমি কিন্তু
ইহার প্রতি
বিশেষ নজর রাখিও !

ছদ্মবেশে কাম

প্রণয় যখন
ঈর্ষ্যাকে ডাকিয়া আনে—
বুঝিতে হইবে—
প্রকৃত কাম
প্রেমের
মুখোস পরিয়া
দাঁড়াইয়াছিল

স্ফূরিত-নারীত্বে পুরুষের উদ্দীপ্তি

নারী
যতই
তা'র বৈশিষ্ট্যে
মুক্ত হইবে—
পুরুষে
সেই সংঘাত
সংক্রামিত হইয়া
পুরুষত্বকে
ততই উদ্দাম ও উন্নত করিয়া তুলিবে ;
আর
পুরুষের পুরুষত্ব
যতই অনাবিল ও উন্মুক্ত হইবে,

নারীতে তাহা সংক্রামিত হইয়া
তাহার বৈশিষ্ট্যকে
সার্থক করিয়া তুলিবে ;—
প্রকৃতি ও পুরুষের ইহাই প্রকৃত লীলা—
যে লীলায়
ভগবান্
মূর্ত্তিমান্ হইয়া—
তাঁ'র প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকেন ;—
যদি ভোগ করিতে চাও,
সার্থক হইতে চাও,
বৈশিষ্ট্যকে লাঞ্ছিত করিও না—উন্নত কর

সেবায় সংস্রব

যেমন প্রকারে
যতটুকু সম্ভব—
সবারই সেবা করিও-
কিন্তু
উপযুক্ত স্থান-ব্যতীত
সংস্রবে যাইও না।

দানে তৃপ্তিই
প্রেমের নির্দ্দেশক

তুমি
পাও বলিয়া
যিনি তোমার কাছে আদরের,
তাহা হইতে—
যেখানে
দিয়া, অনুসরণ করিয়া—
কৃতার্থ হও,
সার্থক মনে কর—
তোমার ভক্তি বা ভালবাসা
সেখানেই প্রকৃত ;—

আর
তাহা হইতেই
তোমার উন্নতি সম্ভব—
সে উন্নতি
তোমার চরিত্রকে
রঞ্জিত করিতে পারে
—নিশ্চয় !

প্রণয়ে সংক্রমণ

প্রেমাস্পদে প্রণয়ই
অন্য'তে
প্রণয় সৃষ্টি করিতে পারে-
যদি তা'র বাঞ্ছিত
সেই প্রেমাস্পদই হয়

ভালবাসায় আবিষ্কার

একমাত্র ভালবাসাই—
তা'র প্রিয়ের জীবন, যশ, প্রীতি ও বৃদ্ধিকে
উন্নতির পথে লইতে হইলে
কি করিতে হইবে,
আবিষ্কার করিয়া,
তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে পারে ;—
তুমি
যাহাকে প্রিয় বলিয়া
মনে করিতেছ—
তোমার মন ও মস্তিষ্কের অবস্থা
এই ধাঁজের দাঁড়াইয়াছে কি না—
দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে
তোমার ভালবাসায়
ভেজাল আছে কি না।

স্বজাতি-বিদ্বেষে

সাধারণতঃ মেয়েদের দেখা যায়
স্বজাতিতে অসহানুভূতি ও উপেক্ষা,—
আর
ইহার অনুসরণ করে
দোষদৃষ্টি, ঈর্ষ্যাপ্রবণতা, আক্রোশ ও
পরশ্রীকাতরতা ;-
আর, তা'র ফলে—
অন্যের অপ্রতিষ্ঠা আনিতে গিয়া
নিজের প্রতিষ্ঠাকেও
নষ্ট করিয়া ফেলে ;—

তুমি কখনও
এমনতর হইও না,—
অন্যায়কে অনাদর করিয়াও
বোধ ও অবস্থার দিকে তাকাইয়া—
সহানুভূতি ও সাহায্যপ্রবণ হইও,—
খ্যাতি
তোমাকে পরিচর্য্যা করিবে—
সন্দেহ নাই!

বাক্-নিয়ন্ত্রণে

অন্ততঃ কথাকে
যদি এমনতর ভাবে
ব্যবহার করিবার অভ্যাস
চরিত্রগত করিয়া ফেলিতে পার—
যাহাতে
মানুষের দুঃখ, অমঙ্গল, অসন্তোষ
উপস্থিত না হয়—
তাহা হইলে দেখিবে—
কতখানি তৃপ্তি,
কতখানি সন্তোষ
কতখানি সহানুভূতি-লাভের
অধিকারী হইয়াছ
তা'র ইয়ত্তা নাই ;-

আগ্রহের সহিত
ইচ্ছাকে আমন্ত্রণ কর,—
এখনই অভ্যাসে লাগিয়া যাও—
পারিবে না ?—
নিশ্চয় পারিবে !

ব্রত ও নিয়মে

ব্রত ও নিয়মকে
ত্যাগ করিও না—
বরং
কেন করে,
কেমন করিয়া করে,
ইহা করায় কি আসিতে পারে,—
ভাল করিয়া বুঝিয়া,
যাহা তোমার ধর্ম্ম
অর্থাৎ জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে
উন্নত করিয়া তোলে-
তাহাই কর,
অনুষ্ঠান কর—
উপভোগ করিবেই।

শিল্প-ব্রত

আমার মনে হয়,
ব্রতের ভিতর এই ব্রতটির অনুষ্ঠান করা
প্রত্যেক মেয়েরই অবশ্য কর্ত্তব্য,—
সেটি হচ্ছে শিল্পব্রত।
এমন-কিছু শিল্প অভ্যাস করাই চাই—
যাহা খাটাইয়া অন্ততঃপক্ষে তুমি নিজে—
অশক্ত হইলে
তোমার স্বামী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির
পেটের ভাত,
পরণের কাপড়,
আর অবশ্য-প্রয়োজনীয় যাহা-কিছুর
সংস্থান করিতে পার ;—

তোমার অবস্থায় যদি অনটন না-ও থাকে,
তথাপি
তোমার কিছু উপার্জ্জন
সংসারকে
উপঢৌকন-স্বরূপ
দেওয়াই উচিত ;—
ইহাতে
আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে,
অন্যের গলগ্রহ হইবার ভয় থাকিবে না,
তাচ্ছীল্যের পাত্রী হইবে না,—
আদর ও সম্মান অটুট থাকিবে ;—
'শিল্প' বলিতে কিন্তু শ্রমশিল্পও—
আর এইটি বাদ-দিয়া
লক্ষ্মীর ব্রত
সম্ভব কি না জানি না !

শুচি ও পরিচ্ছন্নতায়

সব সময়ে
শুচি ও পরিচ্ছন্ন থাকিও,—
তোমার শরীর ও চারিদিক্ যেন
ছিমছাম,
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে,—
ময়লা, দুর্গন্ধ বা আলুথালু না থাকে,—
সজ্জিত করিয়া রাখিও—
দেখিলেই যেন
সুন্দর ও স্বস্তিকে
অনুভব করা যায় ;—
তাই বলিয়া,
শুচিবাইগ্রস্ত হইও না,—

দেখিও
স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি
তোমাকে অভিনন্দিত করিবে।—
অশুচি ও অপরিচ্ছন্নতা—
পাতিত্যের মধ্যে
এগুলিও কম নয়।

দোষের অনাদর—
দোষীর নয়

দোষ, অন্যায় ও অপবিত্রতাকে
অনাদর করিও,—
কিন্তু তাই-বলিয়া
যাহারা তাহা করে
তাহাদিগকে নয় ;-
তাহারা যেন
আদরে, সহানুভূতিতে ও সেবায়—
তোমাতে স্থান পাইয়া,
তোমাতে মুগ্ধ হইয়া,
তোমার আলাপ, আলোচনায়
এগুলিকে বেশ-করিয়া চিনিয়া,

এমন করিয়া তা'র পরিহার করে—
তা' যেন তা'দের সীমানায়ও
উঁকি মারিতে পারে না,—
ধন্যা হইবে ও ধন্য করিবে—
তাঁ'র আশীর্ব্বাদ
তোমাতে উপচিয়া পড়িবে—
দেখিও।

ভোগান্ধতায়

তোমার ভাব বা ধরণকে
যতই ভোগমুখর করিয়া রাখিবে,
প্রকৃত ভোগ
তোমা-হইতে দূরে থাকিবে,—
কারণ
ভোগান্ধ মন
কিছুতেই বুঝিতে পারে না—
কাহাকে লইয়া
কি-দিয়া
কেমন-করিয়া
ভোগলিপ্সাকে
তৃপ্ত করিতে হয় ;—

নারীর নীতি

তোমার প্রণয়ের ধারা
যদি এইরূপই হইয়া থাকে—
তুমি
চিরকাল
অতৃপ্ত থাকিবে—
সন্দেহ নাই

বন্ধ্যা-ভোগে

তোমার
সাজসজ্জা, সুখ ইত্যাদি
যদি কাহারও
তৃপ্তি, তুষ্টি হইতে
উদ্ভব না হইল,—
আর তাহা
অন্যান্য সকলকে যদি
তৃপ্ত, পুষ্ট বা সুখী করিয়া না তুলিল,—
লক্ষ ভোগ তোমাকে
ভোগ-সুখে সুখী করিতে পারিবে না—
ইহা ঠিক জানিও।
এমনতর বন্ধ্যা-ভোগ
তোমাকে

আরও

ঈর্ষ্যা, আক্রোশ, অতৃপ্তি ও

দুঃখের দেশে

লইয়া যাইবে।

না করিয়া দাবীতে

কাহাকেও কিছু না করিয়া
(যা'তে মানুষ স্বস্তি, শান্তি ও আনন্দ পায় এমনতর)
আপনার ভাবিয়া
দাবী করিও না—
পাইবে না—
বরং
লাঞ্ছিত হইবে।

ক্ষুধায় উদ্যম

যদি উদ্যমী
ও
নিরলস
হইতে ইচ্ছা থাকে—
ক্ষুধাকে বিসর্জ্জন দিও না ;—
ক্ষুধাই
ভুক্ত আহার্য্যকে
পুষ্টির উপযোগী করিয়া লয়,—
আর
এই পুষ্টিই
শক্তির
ইন্ধন ।

আহার্য্যে

'আহার্য্য তোমার
এমনই হওয়া উচিত—
যাহাকে
পরিপাক করিয়া—
সহজেই
তোমার ক্ষুধা
মাথা-তোলা দিতে পারে ;—
আর
এই পরিপাকের ফলে
তোমার
উপযুক্ত পুষ্টি
আনিয়া দেয় !

আহার্য্যে—
শরীর ও মনে

যেমন
চিমটি কাটিলে,
ঘৃণিত বস্তু দর্শন করিলে,
অপছন্দ ব্যবহার পাইলে,
মনের বিক্ষেপ উপস্থিত হয়,—
তেমনই
আহার্য্য বস্তু
শরীরের উপর
যেমনতর ক্রিয়া করে—
মনের রকমও
তেমনতর হইয়া দাঁড়ায় ;—

মনে রাখিও—

আহার্য্য বস্তুর সহিত

মনের সম্বন্ধ

এমনতরই ঘনিষ্ঠ—

হিসাব করিয়া চলিও।

অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিকে

স্বাস্থ্য যেমন
মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে,
মনও তেমন
স্বাস্থ্যকে বশে আনিতে পারে ;—
তোমার মন
যত
শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল থাকিবে,
তোমার স্বাস্থ্যও অনেকাংশেই
তা'র অনুসরণ করিবে ;—
আর
এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে গেলেই
নজর রাখিতে হইবে—
তোমার পারিপার্শ্বিকের পরিশুদ্ধতার প্রতি ;

অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক
স্বাস্থ্য ও মনকে
যত বিগ্‌ড়াইয়া দিতে পারে,
এমনতর আর কমই আছে—
নজর রাখিও।

একপাত্রে আহার

অনেকে মিলিয়া একপাত্রে আহার করিও না,—'
বরং
একসঙ্গে আহার করিও—
যদি প্রয়োজন বিবেচনা কর ;
একপাত্রে আহার হইতে
অনেক রোগ সংক্রামিত হয়,—
ইহা বহু দেখা গিয়াছে ।—
ইহার ফলে—
তুমি রোগদুষ্ট হইয়া
সমস্ত পরিবারকেও রোগদুষ্ট করিয়া ফেলিতে পার
যাহা স্বাস্থ্য, আনন্দ ও জীবনকে
অবনত করে, তাহাই পাপ ;—

তাই,

সুস্থ গুরুজন ব্যতীত কাহারও
উচ্ছিষ্ট ভোজনকে
হিন্দুরা—হিন্দু কেন বৈজ্ঞানিকরাও—
বিশেষভাবে নিন্দা করিয়াছেন !

পরিশ্রমে

যেমন আহার করিলেই
কোষ্ঠশুদ্ধির প্রয়োজন,—
তেমনই
পুষ্টি পাইতে হইলেই
বিধানের (system) ত্যক্ত পদার্থের নিঃসরণ
অতি অবশ্য প্রয়োজন ;—
আর
এই উদ্দেশ্যে
উপযুক্ত পরিশ্রম—
অন্ততঃ যতক্ষণ স্বেদোদ্গম না হয়—
স্বাস্থ্যের পক্ষে
অমূল্য ও অমৃততুল্য।

রুগ্নাবস্থায়

রোগগ্রস্ত যখন তুমি—
জনসংসর্গ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকিও ;
পার তো নিজেকে এমনভাবে উপযুক্ত প্রকারে
বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিও—
যাহাতে অন্যে তোমার রোগ
কোনো প্রকারে সংক্রামিত
একদমই না হয় ;—
শোওয়া, বসা, আলাপ ইত্যাদিতেও
বেশ নজর রাখিও—ঐ সংক্রমণের দিকে ;
আর তোমার সেবা-শুশ্রূষায় যাঁহারা নিরত আছেন
সম্ভব হইলে সম্‌ঝাইয়া দিও
ও নজর রাখিও—
যেন তাঁহারা পরিচ্ছন্ন না হইয়া
জনসংসর্গে না যান ;

দেখিও—তোমার রোগগ্রস্ত অবস্থা
কাটিয়া গেলেই
পুনরায় নানাপ্রকারে আক্রান্ত হইবার
ভয় ও সম্ভাবনা
কমই থাকিবে।

ছদ্মবেশী মাতৃভাবে

অনেক দুর্ব্বলচেতা, নীচচিন্তাপরায়ণ পুরুষ—
—বিশেষতঃ তাদৃশ যুবকেরা—
তাহাদের কামলোলুপতাকে
ভ্রাতৃত্ব বা সন্তানত্বের
মুখোস্ পরাইয়া—
মা, মাসী, ভাই, বোন্ ইত্যাদি
সম্বোধনের সাহায্যে
মেয়েদের নিকট গমন করিয়া
হাবভাব আদর আব্দারে
তাহাদের বশে আনিয়া,—
মাই খাওয়া, চুম্বন, জড়াইয়া ধরা ইত্যাদির
ভিতর দিয়া—
তাহাদের নীচ কাম-প্রবৃত্তিকে
চরিতার্থ করিয়া লয়—

যা' নাকি তাদের মাসী, বোন্ বা গর্ভধারিণীর
সহিত মোটেই করে না।

সাবধান হইও
এমনতর মা, মাসী, ছেলে, ভাই ইত্যাদি সম্বন্ধ হইতে,—
ইহাতে মেয়েরা
কামভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া
এমনতর পুরুষে ঢলিয়া পড়ে—
ফলে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হয় ;—
গোপনতাই
ইহাদের উত্তম ক্ষেত্র ;—
তাই,
তাহারা প্রায়ই
লোকজন হইতে সরিয়া থাকিতে চায় ;—
লোকের কাছে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে
তাহারা খুব সাধু ও আদর্শচরিত্র ;—

উভয়কে উভয়
পারিপার্শ্বিকের চক্ষু এড়াইবার জন্য
প্রচার করিয়া থাকে,—
কিন্তু বাস্তবতায়
তাহাদের চরিত্রে
ভাল'র তেমন-কিছুই দেখা যায় না।
যে-ই কেন না হোক্
পূর্ব্বেই সাবধান হইও,—
আর যদি ভুল করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থাক—
এই সব লক্ষণ দেখিবামাত্র
সরিয়া দাঁড়াইও ;
মনকে সংযত করিও
পদদলিত করিয়া, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া
তাহাকে বিদায় করিও—
বুঝিও—নেকড়ে বাঘও
এদের চাইতে চরিত্রবান্ !

বিবাহ-পরিহারে

আদর্শানুপ্রাণতা
যদি তোমাকে
উদ্দাম করিয়া তুলিয়া থাকে,—
যদি তুমি তোমার হৃদয়ে
তাঁহাকে ছাড়া
আর কাহাকেও স্থান দিতে না পার,—
আর,
তাঁহাকে যদি তোমার
পারিপার্শ্বিক ও জগতে
প্রতিষ্ঠা করার উন্মাদনা
অটুটভাবে ধরিয়া থাকে,—
মনে হয়—
বিবাহ না করিয়াও

জীবন পুণ্য ও পবিত্রতায় অতিবাহিত করিয়া,
সবাইকে উজ্জ্বল করিয়া—
উজ্জ্বলতর হইতে পারিবে ;—
নিজেকে বুঝিয়া দেখিও ;—
যদি আবিলতা দেখিতে পাও,
তোমার বিবাহে ব্রতী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

অধীন বোধে ভালবাসা

প্রকৃত প্রেম বা ভালবাসা
চিরবহনশীল, চিরসহনশীল,—
তাই তা'র প্রেমাস্পদকে
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে
সহিয়া থাকে—বহিয়া থাকে,-
বিরক্ত হয় না,
অবশ হয় না,
দুর্ব্বল হয় না—
সে তা'র প্রেমাস্পদকে এমন-করিয়া
সর্ব্বতোভাবে
সহ্য করে ও বহিয়া থাকে,-
আর এই সহ্য করা ও বহাতেই
তার আনন্দ, উদ্যম ও উৎফুল্লতা ;—

তাই সে ভাবিতেই পারে না
যে সে তা'র প্রেমাস্পদের
অধীন হইয়া আছে,—
আর এই অধীন বোধ যেখানে,
কামের ন্যক্কারময় পূতিগন্ধ—
যা' বাসনা বা চাহিদা-চাপা ছিল—
তাহার অভাবে বা পূরণে
বিদ্বেষমূর্ত্তিতে বিচ্ছুরিত হইতেছে
ঠিক জানিও।

জননীত্বে জাতি

নারী হইতে জন্মে
ও বৃদ্ধি পায়—
তাই, নারী
জননী !—
আর এমনই করিয়া
সে
জাতিরও জননী,—
তার শুদ্ধতার উপরই
জাতির শুদ্ধতা নির্ভর করিতেছে ;—
স্খলিত নারী-চরিত্র হইতে
ব্যর্থ জাতিই
জন্মলাভ করিয়া থাকে—
বুঝিও—
নারীর শুদ্ধতার
প্রয়োজনীয়তা
কী ?

পাত্‌লামিতে

অনেক মেয়েরা
সংসর্গদোষেই হউক্
বা
অনিয়ন্ত্রিত হইয়াই হউক্—
কেমনতর একটা পাতলা চরিত্রকে ধরিয়া রাখে—
যেন কোন কথাই হজম করিতে পারে না :
কথা যেন
মস্তিষ্কে ঢুকিয়াই
কেমনতর একটা অস্বচ্ছন্দ যন্ত্রণার মত
সৃষ্টি করে—
অন্যের কাছে না ঢালিয়া
যেন আর উপায়ান্তরই থাকে না ;—
এটি বড় মন্দ অভ্যাস—
এ অভ্যাস মেয়ে-জগতে যত অকল্যাণ আনিয়াছে
তাহা অন্যের তুলনায় অনেক বেশি ;—

কেহ যদি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কিছু বলিয়া থাকে
আর তাহা প্রকাশ করিলে
তা'র বা আর কা'রো অকল্যাণ হয়—
সে যদি তা' প্রকাশ করিতে নিষেধ না-ও করিয়া থাকে,
তুমি তাহা কিছুতেই প্রকাশ করিও না ;
আর সে-কথা যদি এমনতর হয়
প্রকাশ না করিলে তা'র বা অন্যের
অকল্যাণ অতীব নিশ্চয়,—
তা'কে যদি তুমি কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে
না পার—
তবে
এমনতর মানুষের কাছে বলিবে
যিনি উপযুক্ত প্রকারে
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়
এবং যে বলিয়াছে
তাহার প্রতি কোনো অমঙ্গল না ঘটে ;—

ইহাতে ভালই হইবে—

অনেক অস্থবিধার হাত হইতে

নিষ্কৃতি পাইবে,—

হিসাব করিয়া চলিও !

নম্যতায় বিপর্য্যয়

স্ত্রী-চরিত্র সহজনম্য—
তাই
নির্ব্বিচার পুরুষ-চর্য্যায়
সহজেই
আনত ও রঞ্জিত হইয়া ওঠে ;
এটা স্ত্রীজাতির একটা
লক্ষণীয় লক্ষণা ;—
তাই, উপযুক্ত বরই যদি পাইতে চাও
পুরুষ হইতে
এমনতর দূরে থাক
যাহাতে নজরে থাকে
অথচ মিশ্রণ না ঘটে ;—
তুমি বোধ করিতে পারিবে
ও
উপযুক্ত মনোনয়ন ঘটিবে ;-

আর ঐ নির্ব্বিচার পরিচর্য্যার ফলে
অধঃপতনের
অশেষবিধ গুপ্ত আক্রমণ
তোমাকে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন করিয়া—
পাতিত্যের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে
লইয়া যাইতে পারে,—
সজাগ থাকিও—
সাবধান হইও !

নম্যতায় উৎকর্ষ

নারী-প্রকৃতি নম্য—
তাই সে ভালকেও
অটুটভাবে
আঁক্‌ড়াইয়া ধরিতে পারে,
আর এ ধরা প্রকৃত হইলে
তাহা অব্যর্থ—
জগৎকে উপেক্ষা করিয়াও
যাহাকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়াছে
তাহাকে লইয়া
অটলভাবে
দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে !

তুমি
যাঁহা হইতে তোমার জীবন, যশ ও বৃদ্ধি
ক্রমোন্নতিতে পরিচালিত হয়-

হ্রাস বা সমকে তাচ্ছীল্য করিয়াও
তাঁহাকেই অটুটভাবে আঁকৃড়াইয়া ধরিও—
উন্নয়ন তোমাকে কিছুতেই
ত্যাগ করিতে পারিবে না—
ইহা অতি নিশ্চয় !

বর-বরণে—
অসংস্রব

যদি উপযুক্ত স্বামী লাভ করিতে চাও—
পুরুষ হইতে দূরে থাকিও—
কাহাকেও
স্বামীভাবে
কল্পনা করিও না,—
কারণ
ইহাতে
মন
কামলোলুপ হইয়া
তোমার দৃষ্টিকে
অস্বচ্ছ করিয়া তুলিবে ;
—কিন্তু যাঁহাকে স্বামী করিতে চাও
তাঁহার ইষ্ট, আচার, বংশ, যশ, স্বাস্থ্য,
শ্রদ্ধা, জ্ঞান ইত্যাদি

তোমার

কাম্য, সহনীয় ও বহনীয় কিনা—

অবলোকন করিও

এবং

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও গুরুজনের সহিত

আলোচনা করিও

প্রাপ্তিতে

ভ্রান্তি

কমই ঘটিবে।

কামপ্রবৃত্তিতে স্বামী-স্ত্রী

শুধু কামপ্রবৃত্তি
কখনও
কাহাকেও
প্রকৃত স্বামী
বা
স্ত্রী
করিতে পারে না—
পারে নাই

চাটুতায় বিপর্য্যয়

অনেক মেয়ে—
সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি
কোন কাজে বাহাদুরী
প্রশংসা উপহার ইত্যাদি
স্ত্রী বা পুরুষ—বিশেষতঃ পুরুষের কাছে পাইলে-
তাহাতে হঠাৎ
এতই ঢলিয়া পড়ে,—
তখন দুষ্ট ব্যক্তি কায়দা করিয়া
যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে পারে ;
তুমি কিন্তু সাবধান হইও—
সুখ্যাতিতেই হউক্ আর
নিন্দাতেই হউক্—

নিজত্বে অটুট থাকিয়া
প্রয়োজনমত
যাহা ভাল বিবেচনা কর
এমনতর ভাবে চলিও,-
কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইবে।

নারীতে পূর্ব্বপুরুষ

গর্ব্বের সহিত স্মরণ করিও—
তোমাতে যে জীবন প্রবাহিত হইতেছে
তাহা তোমার
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বহন করিয়া ;—
যাঁহাকে অর্ঘ্য দিয়া
তোমার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পুরুষ
প্রীত ও ফুল্ল হ'ন মনে কর,—
যাঁহার বা যে বংশের চরণস্পর্শে
তাঁহারা ধন্য হ'ন মনে কর,—
তুমি
নতজানু হইয়া
তাঁহারই চরণে অবনত হইও—
তাঁহাকেই বরণ করিও,—
'স্বামী'-সম্বোধন তাঁহাকেই করিও ;—

নারীর নীতি,

আর তোমার এই চিন্তা
ও সম্বোধনের ভিতর দিয়া
উৎফুল্লকণ্ঠে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণও
মঙ্গল বর্ষণ করিবেন !
নিন্দিত হইও না,
তাঁহাদিগকে বেদনাপ্লুত করিও না,
উদ্বুদ্ধ হও,—উজ্জ্বল হও,—
বংশ ও জাতিকে উন্নত কর

কল্পনাপ্রহেলিকায় স্বামী-বরণ

যে মেয়েরা
স্বামীকে
তাহাদের কল্পনার মত করিয়া
পাইতে চায়,—
বাস্তবে উদ্বুদ্ধ হইয়া
স্বামীকে বরণ করে না,—
তাহারা
স্বামীর সহিত
যতই পরিচিত হয়
ততই
নিরাশ হয় ;—

আপ্‌শোষ, দোষদৃষ্টি, জীবনে ধিক্কার ইত্যাদি
তাহাদের
পার্শ্বানুচর হইয়া
অবসাদে অবসান হয়,—
আর সেই হতভাগ্য পুরুষেরও
শেষ নিঃশ্বাস
অমনি-করিয়াই
মরণে বিলীন হইয়া যায় !
ভুল করিও না !
অমনতর মরণকে
আমন্ত্রণ করিও না !

বরণে—
বংশানুক্রমিকতা

পুরুষের আদর্শানুরাগ
শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইতে উৎপন্ন ;—
যাঁহা হইতে প্রেরণা পাইয়া,
কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া,
সেবা করিয়া—
যে বোধ ও জানার উৎপত্তি হয়
তাহা সন্তানের মূলগত ধাতুতে সংক্রামিত হইয়া
যে স্বভাবের সৃষ্টি হয়
তাহাই তাহার
আদিম সংস্কার।

তাহার এই সংস্কারই
তাহার পারিপার্শ্বিক হইতে
বাঞ্ছিত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া
বিবর্দ্ধিত হইয়া
মানুষ হইয়া দাঁড়ায় ;—
তবেই মানুষের উন্নতির মূল উপাদানই হচ্ছে
পুরুষপরম্পরাগত আদর্শানুরাগ হইতে উদ্ভূত
এই বংশানুক্রমিকতা (cultural heredity) ;
ইহা যেখানে শ্রেষ্ঠ—
বরণ-ব্যাপারে তাহাই অগ্রগণ্য ও আদরণীয় ;
মনে রাখিও—
এই বর্ণ ও বংশকে তাচ্ছীল্য করিলে
সবংশে যে তুমি মরণযাত্রী হইবে
সে-সম্বন্ধে আর ভুল কোথায় ?

বিবাহে—
উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজনন

বিবাহ
মানুষের
প্রধান দুইটি কামনাকেই
পরিপূরণ করে ;—
তার একটি
উদ্বর্দ্ধন,
অন্যটি সুপ্রজনন ;—
অনুপযুক্ত বিবাহে
এই দুইটিকেই
খিন্ন করিয়া তোলে ;-

নারীর নীতি

সাবধান !

বিবাহকে খেলনা ভাবিও না-

যাহাতে

তোমার জীবন

ও

জনন

জড়িত !

বরণে—বিচার

বরণ করিতে হইলেই দেখিও—
স্বামীর আদর্শ কি বা কেমন,—
তাঁহার আরাধনায়
চেষ্টা ও কর্ম্মের আগুনে
তোমাকে আহুতি দিয়া সার্থক হওয়ার
প্রলোভন
তোমাকে প্রলুব্ধ করে কিনা।
আর তুমি যাহাকে বরণ করিতে চাও
সে
তাঁহাতে কেমনতর ও কতখানি,—
কারণ তুমি তাহার সহধর্ম্মিণী হইতে যাইতেছ ;
ইহাতে যদি তুমি উদ্বুদ্ধ হও—

আর জাতি, বর্ণ, বংশ, বিদ্যায়—
যদি—তোমার বরণীয় যিনি—
তিনি সর্ব্বতোভাবে
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ হ'ন,-
এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষের অর্ঘণীয় বলিয়া
বিবেচনা কর—
তবে—তাহাকে বরণ করিলে
বিপত্তির হাত হইতে
এড়াইতে পারিবে—
এটা ঠিক জানিও !

বরণের
শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র

এই বর্ণ ও বংশানুক্রমিকতার
ভিত্তির উপর—
বোধ, বিদ্যা, চরিত্র ও ব্যবহার
যেখানে
পুষ্ট ও পবিত্র,—
সেই হইল তোমার
বরণ করিবার
শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র ;—
মনে রাখিও—
তোমার ভালবাসা
যেখানে—যেমনভাবে
ন্যস্ত হইবে-

ফলের উদ্ভবও
তেমনতর হইবে
সন্দেহ নাই—
বুঝিয়া চলিও !

বরণ—
পুরুষের নারীলোলুপতায়

যেখানে দেখিবে
বংশ, বর্ণ, বিদ্যা ইত্যাদিতে
শ্রেষ্ঠ হইয়াও—
কোনো পুরুষ
তোমাকে স্ত্রীরূপে পাইতে
পাগল হইয়া উঠিয়াছে—
তাহাকে সন্দেহ করিও,—
তাহার ধাতু (temperament)
বা
চরিত্রে
এমন আবিলতা, অনৈষ্ঠিকতা ও অস্থিরতা
চোরের মত
লুকাইয়া আছে—

যাহা সহজে কেহ ধরিতে পারিবে না ;—
সে পুরুষ তোমাতে আনত হইলে
তোমার সন্তানসন্ততি
কিছুতেই উত্তম হইবে না ;—
তোমাকে শারীরিকভাবে বহন করিলেও
অন্তরে তুমি
বিক্ষিপ্ত থাকিবে—
অতএব তাহাকে লইয়া
সুখী হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ
ঢলিয়া পড়িও না—বেশ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিও-
বিবেচনা করিও।

বিবাহে—বহন-ক্ষমতা

প্রকৃষ্টরূপে বহন করাকেই
বিবাহ বলে !
যে বহন করিবে
(আর এ বহন যত প্রকারে হইতে পারে)
সে যদি—
যাহাকে বহন করিতে হইবে
তাহা হইতে
সর্ব্বপ্রকারে—সর্ব্ববিষয়ে
সমর্থ না হয়—
তবে কি-করিয়া হইতে পারে ?
যাঁহাকে তুমি—তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে
বহন করিবার জন্য
প্রার্থনা করিতেছ,

তিনি তোমার সে প্রার্থনা
পূরণ করিবার
উপযুক্ত কিনা
বিবেচনা করিয়া
নিজেকে দান করিও,-
পতন, বেদনা ও আঘাত হইতে
উত্তীর্ণ হইবে !

বরেণ্যে--বরণ

পুরুষ— যিনি সর্ব্বপ্রকারেই
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ—
ও তোমাতে
তোমার যে পূর্ব্বপুরুষগণ অধিষ্ঠিত
তাঁহাদের বরেণ্য,—
যাঁহার সহিত
আদর্শে আহুতি হইবার প্রলোভন
তোমাকে—
সহ্য করিবার ও বহন করিবার উন্মাদনায়
উদ্দাম করিয়া তুলিয়াছে—
তুমি
তাঁহারই বধূ হও—
সার্থক হইবে!

সার্থক বধূত্বে

তুমি যদি
কোন উপযুক্ত,
সর্ব্বপ্রকারে তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ
পুরুষকে
এমনভাবে বহন করতে পারবে
বিবেচনা কর—
যা'তে তিনি
জীবন, যশ ও বৃদ্ধি হ'তে
কোনো প্রকারে অবনত না হ'ন,—
তবে
তাঁরই বধূ হও—
সতী হ'তে পারবে—
গরিমাময়ী হবে !

বরণ—
সেবা ও স্তুতির আকুতিতে বিবাহ

যদি কোনো পুরুষের
আদর্শানুপ্রাণতা ও সর্ব্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব
তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তিতে
অবনত ও নতজানু করিয়া
তাঁহার সেবায়
কৃতার্থ করিতে চায়—
অন্তর হইতে মুখে
যাঁহার স্তুতিগান
উপচিয়া ওঠে,
তাঁহাকে তুমি বরণ করিতে পার—
আত্মদান করিতে পার,

তাঁহার স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া
স্তুতি ও সেবায়
ধন্য হইবে—
সন্দেহ নাই !

বিবাহে—
অনুলোম ও প্রতিলোম

অনুলোম যেমন
উন্নতকে প্রসব করে
প্রতিলোম তেমনই
অবনতিকে বৃদ্ধি করে ;—
তাই
প্রতিলোম বিবাহ্
এমনতর পাপ
যাহা
নিজের বংশকে
ধ্বংসে অবসান তো করেই,-

তাহা ছাড়া
পারিপার্শ্বিক বা সমাজকেও
ঘাড় ধরিয়া
বিধ্বস্তির দিকে
চালিত করে।—
অসতী স্ত্রীর নিষ্কৃতি
বরং সম্ভব,
কিন্তু প্রতিলোমজ হীনত্বের
অপলাপ
অত্যন্তই দুষ্কর

প্রজনন-নিয়ন্ত্রণে—
নারীর ভাব ও দায়িত্ব

১

বিবাহের অনেকগুলির মধ্যে
একটা প্রধান প্রয়োজন
সুপ্রজনন,—
আর
এই সুপ্রজননকে নিয়ন্ত্রিত করে
নারীর ভাব—
যাহা পুরুষকে উদ্দীপ্ত করিয়া
আনত করে ;—
তবেই
নারী যাহাকে
বহন করিয়া, ধারণ করিয়া
কৃতার্থ ও সার্থক হইবে,—

বিবেচনা করিয়া
তেমনতর সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ
পুরুষের সহিতই
পরিণীত হওয়া উচিত ;
অতএব
বিবাহে পুরুষকে বরণ করার ভার
নারীতে থাকাই সমীচীন বলিয়া
মনে হয় ;-
তা' নয় কি ?
তুমিই বিবেচনা করিয়া ও গুরুজনের সহিত
আলোচনা করিয়া
তোমার বরকে বরণ করিও।

বিবাহে—
বয়সের পার্থক্য

যাহাকে পতি বরণ করিবার
সম্ভাবনা আছে—
তাহাকে
শুধু বন্ধুর মতন চিন্তা করিও না,
বরং
ভাবিও
দেবতার মত,
আচার্য্যের মত
ভাব ও বয়সের নৈকট্য
মানুষের
বোধ ও গ্রহণক্ষমতার
দূরত্ব ঘটাইয়া থাকে ;—

তাই—

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য

পুরুষের যে বয়সে

প্রথম সন্তান হইতে পারে

ততখানি

হওয়াই উচিত।

যুবতীর যোগ্য বর

যুবতী কন্যার—
যৌবন শেষ ও প্রৌঢ়ত্বের আরম্ভ
এমনতর বয়সের বর হওয়াই শ্রেয়ঃ ;—
ইহাতে
স্ত্রীর জীবনীশক্তি
পুরুষে সংক্রামিত হইয়া
ও পুরুষের জীবনীশক্তি
স্ত্রীতে সংক্রামিত হইয়া
একটা সমতা উৎপাদন করিয়া
ক্ষয়ের দৈন্য আনিয়া থাকে ;—
তাই,
শাস্ত্রে আছে—
এইরূপ বিবাহ
ধর্ম্ম্য
অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধিপদ।

ধর্ম্মাচরণে

'ধর্ম্ম' মানেই হচ্চে তাই—
যা' নাকি ধরিয়া রাখে—
অর্থাৎ
যাহা করিলে বা যে আচরণে
বা যে ভাব-পোষণে
মানুষের জীবন ও বৃদ্ধি
অক্ষত ও অবাধ হয় ;—
তুমি যদি ধর্ম্মশীলা হও,
দেখিবে
তোমার পুরুষ (স্বামী) ও পরিবারে
আপনা-আপনি
তাহা চারাইয়া যাইতেছে,
কারণ স্ত্রী যাহা চায়
পুরুষের ইচ্ছা তাহাই করিতে চেষ্টা করে—

আর পুরুষের বেলায়ও
স্ত্রী তদ্রূপ
তাহার বৈশিষ্ট্যে ;
তাঁই, দেখিতে পাইবে—
তাহাদের অজ্ঞাতসারে,
তাহাদের চরিত্রেও
তোমার ঐ ধর্ম্মপ্রাণতা
উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—
আর
ইহার ফলে
তোমার সংসার
শ্রী ও উন্নতির দিকে
অগ্রসর হইয়া—
রোগ শোক দুর্দ্দশা দরিদ্রতা হইতে—
ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে।

সেবায়
পূজা ও স্নেহ

তুমি শ্রেষ্ঠকে ধারণ ও পূজা করিও
ছোটকে স্নেহ ও উন্নত করিও—
সবাইকে
যথোপযুক্তভাবে
সেবা করিও !

সেবা-সম্ভোগে স্বামী

তোমার
• সেবা, ভক্তি ও প্রেরণা
তোমার স্বামী-দেবতাকে
যতই উন্নতিতে
আরূঢ় করিয়া তুলিবে,—
তোমার কাছে তিনি
ততই বড় হইয়া দেখা দিবেন—
—আর ইহা
নিত্য
নূতন করিয়া—
নবীনভাবে ;—
তাই,
তুমিও এমনভাবে—
তাঁহাকে নবীন করিয়া
নিত্য নূতন উপভোগের মধ্য দিয়া—

অজ্ঞাতসারে—

কেমন করিয়া জগতের কাছে—

মহীয়সী, গরীয়সী, মঙ্গলরূপিণী হইয়া

আরাধ্যা হইয়া দাঁড়াইবে—

বুঝিতেও পারিবে না।

জীবন-ধর্ম্মে ইষ্ট

ইষ্ট বা আদর্শ বা গুরু
তা-ই বা তিনি
যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া,
অনুসরণ করিয়া—
মানুষ জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে
ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারে,—
আর—
আসক্তি বা ভক্তি তাঁহাতে নিবদ্ধ থাকায়—
পারিপার্শ্বিক ও জগৎ
তাহাতে কোন বিক্ষেপ সৃষ্টি করিতে
না পারিয়া—
জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে ;—
তাই—
আদর্শ বা গুরুতে ঐকান্তিকতা
জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়।

অতএব

ধর্ম্মসাধনার প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনই হচ্চে

ইষ্ট, আদর্শ বা গুরু—

আর

ধর্ম্মশীলা হইতে হইলেই—

চাই তাঁতে ভক্তি

ও তাঁহার অনুসরণ ও আচরণ

তা' এমনতর চরিত্র লইয়া

যা'তে এই ভক্তি বা আসক্তি—

স্বামী ও পারিবারিক সবার ভিতর

যেন এমনতর প্রেরণার সৃষ্টি করে—

যা'তে তা'রা

ইহাতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠেন ;—

আর

এমনতর হইলেই—

তোমার সহধর্ম্মিণীত্ব

সার্থক হইবে,—

দেখিবে

উজ্জ্বল হইবে

ও

উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে !

স্বামীতে দেবভাব

স্বামীকে
দেবতা বলিয়া মনে করিবে—
আর
'দেবতা' মানে তাই
যাহা বা যিনি
তোমার চক্ষুর সম্মুখে
উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া,
মনকে উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল
করিয়া তুলিতেছেন
দেখিও—
তোমার সেবা, আচরণ
বা ভ্রান্ত প্রেরণায়
ইহা মলিন হইয়া না ওঠে,—

তুমি

তাঁর জ্যোতি ও আনন্দের

ইন্ধন হইও—

কিন্তু

এত বা এমনতর হইও না

যাহাতে

চাপা পড়িয়া

নিবিয়া যায়!

স্বামীতে জাগ্রত ভালবাসা

লক্ষ্য রাখিও—
তোমার স্বামীর প্রতি ভালবাসা
জাগ্রত ও প্রেরণাপুষ্ট থাকে,-
তিনি যেন
তোমার সংস্রবে আসিয়াই—
আদর্শ ও পরিপার্শ্বিকের সেবায়
উদ্দাম হইয়া—
বাস্তবতায় উপচিয়া পড়েন ;—
তাঁহার সঙ্কোচ আনিও না,
সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিও না,
আত্মপরায়ণতায় নিবদ্ধ করিয়া তুলিও না-
স্বস্তি, যশ ও শান্তি
তোমাদের উভয়কেই
বন্দনা করিবে।

স্বামী-বিক্ষেপে

স্ত্রীই যদি হইয়া থাক—
স্বামী হইতে বিক্ষিপ্ত হইও না-
নিজের সর্ব্বনাশের আগুনে
তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিও না !

স্বামীর
ধাতুর সহিত পরিচয়ে

তোমার স্বামী তোমাকে
পছন্দ করিলেও
তাঁহার ধাতু, অবস্থা ও প্রয়োজনের সহিত
যদি পরিচিত না থাক,—
যদি বোধ না কর,
তিনি তোমার সহিত
আলাপ, আলোচনা, যুক্তি মীমাংসা হইতে
নিরাশ হইবেন !—
তুমি তোমার কথায়
তেমনতর সাড়া পাইবে না,—
ফলে তাঁহার মনকে
স্নিগ্ধ, শান্ত, তৃপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করিতে
পারিবে না,

উভয়েই ক্রমাগত

ক্ষুণ্ণ হইতে থাকিবে ;—

তাই, আবার বলি—

তুমি সর্ব্বপ্রকারে

তাঁহাকে জানিয়া লও

স্বামীর
ভালবাসার পরিমাপে

স্বামী কেমন করিয়া
কতখানি
তোমাকে ভালবাসেন
তাহার হিসাব নিকাশ
রাখিতে যাইও না,—
অন্যের ভালবাসার সাথে
তাঁহার ভালবাসার তুলনা করিয়া
ক্ষুব্ধ হইও না,—
যাহা পাও তাহাতেই উৎফুল্ল হইও ;
কিন্তু দেওয়ার বেলায়
তাঁহার ধাতু ও অবস্থা বুঝিয়া
এমনতর দিও
যাহা তিনি কোথাও পান নাই,—

আর পাইয়া কোথাও পাইতে আশাও করেন না ;—

দেখিবে—

তৃপ্তি ও আনন্দ

তোমাদের উভয়েরই—

কেনা গোলাম হইয়া থাকিবে।

স্বামীর
বিবর্দ্ধনে পাতিব্রত্য

তোমা হ'তে যদি
তোমার স্বামীর
আদর্শানুপ্রেরণা, জীবন, যশ ও ক্রমবর্দ্ধন
উন্নতির দিকে
অগ্রসর না হইল—
তবে
তোমার পাতিব্রত্য
মিথ্যা কথা!

আত্মসুখে

নিজের সুখ বা সমৃদ্ধির জন্য
তোমার স্বামী-দেবতার কাছে
কিছুই প্রার্থনা করিও না—
উহা বরং পাওয়ার অন্তরায় ;
কিন্তু তোমার সেবা
যদি তাঁহাকে
ইষ্টে, জীবনে, যশে ও বিবর্দ্ধনে
উন্নত ও উচ্ছল করিয়া দেয়,—
এতো পাইবে—
ভরপূর হইয়া যাইবে,
আর তোমার এমনতর পাওয়ার বিবর্ত্তনে
তাঁহাকে আরো উন্নত ও উচ্ছল
করিয়া তুলিবে !

অনুপূরণে

স্বামীর
ইষ্টানুরক্তি-যশ-ও-জীবনপ্রদ
এমনতর কিছু—
যাহাতে তিনি
উৎফুল্ল ও আনন্দিত থাকেন—
তাহা তোমার মনে না লাগিলেও
অনুকূল চিন্তায় বুঝিয়া—
অন্তরে বাহিরে ও কর্ম্মে
উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইয়া
তাহার অনুপূরক হইও,—
স্বাস্থ্য, সুখ ও তৃপ্তি
তোমাদিগকে অভিনন্দিত করিবে
—নিশ্চয় !

স্ত্রৈণত্বে

যখনি দেখিবে
তোমার স্বামী
তোমাকে লইয়া
ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—
তোমারই নিকটে
কালক্ষেপ করার প্রবণতা
দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে,—
যাহারা
তোমার সেবা বা সুখ্যাতি না করে
তাহাদের উপর রুষ্ট ভাব
তাহাকে যেন আবেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে,—
সাবধান হইও,
বুঝিও—তিনি মূঢ়তার রাজত্বে
দ্রুততর চলিয়াছেন,—

ফিরাও,—

শ্রদ্ধা, ভাব ও ভালবাসার সহিত

তোমার পছন্দকে উন্মুক্ত করিয়া—

তেজস্বিনী ভাষায় ও ব্যবহারে

তাঁহাকে

আদর্শে

উদ্দাম করিয়া তোল!

ভিক্ষুক না সাজায়

তুমি তোমার স্বামীর ভালবাসার
ভিক্ষুক সাজিও না ;
বরং তুমি তাঁহার প্রতি
সেবা, যত্ন, ভক্তি, ভালবাসার
উৎস হইয়া দাঁড়াও—
দেখিও—
দুঃখ ও দোষদৃষ্টি হইতে
কতখানি রেহাই পাও !

সুপ্রজননে নিষ্ঠা

ক্ষীণমতির (the feeble-minded)
কোনো কিছুতে লাগোয়া-থাকা
অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া মনে হয় ;—
আর এই লেগে-থাকা অভ্যাসকে
যতই তাচ্ছীল্য করা যায়
মন ততই
দুর্ব্বল, চঞ্চল, ক্ষীণতর চিন্তাসম্পন্ন হয়—
তাই—
তা'র মানসিক অস্থিরতা
জীবনকে প্রায় অবহনীয়
করিয়া তোলে ;
আবার
এইরূপ অস্থির ও ক্ষীণমনা স্ত্রী
তা'র স্বামীকে তাঁহার ভাবধারায়
এমনতর ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না—

যাহাতে তাঁহার মস্তিষ্ক
ভাবের আবেগে
স্ফীত ও উৎফুল্ল হইয়া
নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে ;
এবং তারই ফলে—
সে এমনতর সন্তানের গর্ভধারিণী হয়—
যাহার ক্ষীণ ও চঞ্চল মন ধাতুগত হইয়া থাকে —
পরে তা' সংশোধন অতি দুষ্কর হইয়াই থাকে—
আর
অল্পায়ু, বেকুব ও রোগসঙ্কুল সন্ততির
এ-ও একটা প্রধান কারণ !
তুমি যদি
অমনতর হইয়া থাক
লেগে-থাকা বা নিষ্ঠাকে
যত্নে
চরিত্রগত করিতে চেষ্টা কর ;

নারীর নীতি

যদি পার,—
এ দুর্দ্দৈবের হাত হইতে
এড়াইবে,—
—ভাবিও না।

তৃপ্তিবর্দ্ধনে প্রাণবত্তা

সাধারণতঃ
যে নারী
তার স্বামী হইতে
যত সহজে—সর্ব্বপ্রকারে
সুখী ও খুসী হয়
অথচ—
সেবায়, যত্নে ও ভালবাসায়—
তাঁহাকে
তৃপ্ত করিয়া রাখে,
তাহার স্বামী
প্রাণবান্ হইয়া
স্বাস্থ্যে ও সুখে
ধন্য হইয়া থাকেন—
আর এ'টা
প্রায়ই দেখা যায়।

স্বামী-স্ত্রীর
বয়সের পার্থক্য

স্বামী-স্ত্রীর ভিতর
অন্ততঃ
পনের হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের পার্থক্যে
স্ত্রীর উচ্ছল জীবনীশক্তি
পুরুষে সংক্রামিত হইয়া
সমতায়
উভয়ের বার্দ্ধক্যকে
অনেকাংশে
প্রতিরোধ করিয়া থাকে,—
এবং জীবনে, উদ্যমে ও বর্দ্ধনে
উন্নীত করিয়া—

আনন্দে, প্রমোদে, সুখ ও শান্তিতে

অধিরূঢ় করাইয়া—

বীর্য্যবান্ সন্তানের অধিকারী

করিয়া তোলে ;—

তাই, ইহা ধর্ম্মপ্রদ !

বয়স-নৈকট্যে—
ক্ষয়প্রাবল্য

তুমি ও তোমার স্বামীর মধ্যে
বয়সের নৈকট্য থাকিলে—
যখন এমনতর বয়সের সহিত সাক্ষাৎ হইবে
যেখানে ক্ষয়ের প্রাবল্য
জীবনকে পরিচালনা করিতেছে,—
তখন উভয়েই উভয়ের জীবনীশক্তি আকর্ষণ করায়
ক্ষয়ের প্রাবল্য
এত মাথাতোলা দেবে—
যে মৃত্যুকে স্পর্শ করা ছাড়া
উপায়ই থাকিবে না।
আর যদি এই বয়সের ভিতর
এমন পার্থক্য থাকে

যখন তাঁর বৃদ্ধি আর বৃদ্ধিকে আলিঙ্গন করিতেছে না
—আর তোমার জীবনীশক্তি বৃদ্ধিতে উন্নত,—
তখন

তোমার জীবনীশক্তি তাহাতে সংক্রামিত হইয়া
তাঁহার ক্ষয়কে অবহেলা করিয়া,
জীবনকে সজীব, সম ও সুন্দরে
সমাসীন রাখিয়া
তোমার জীবন সার্থক করিবে,—
ইহা কি চাও না ?

*

পাপ

তাহাকেই পাপ বলিয়া জানিও
যাহা
তোমাকে
জীবন, যশ ও বৃদ্ধি হইতে
বঞ্চিত করিয়া—
অজ্ঞতা, হীনতা ও দুর্ব্বলতাকে লইয়া—
মরণপথের
যাত্রী
করিয়া তোলে !

প্রেমে অধীনতাই মুক্তি

তুমি যদি তোমার স্বামীকে
প্রকৃতই ভালবাসিয়া থাক—
তবে তাঁহার অভাবে
তোমাকে অবশ
ও
তোমার প্রাণকে সাড়াবিহীন
করিয়া তোলে,—
তাই,
তিনি
তোমার কাছে
প্রাণতুল্য ;—
তাঁহার-অধীনতাই
তোমার মুক্তি ও তৃপ্তি
বলিয়া মনে হইবে।

*

তাই,

প্রেম যাহাকে অধীন করিয়া তুলিয়াছে
মুক্তি-প্রশ্ন
সেখান হইতে
চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে—
ইহা স্থির জানিও।

ছদ্মবেশী পাতিত্য

যখনই দেখিবে
তোমার
স্বামী ছাড়া আর-কাহাকেও
এমনতর ভাল লাগিতেছে—
যাহাকে লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে ইচ্ছা হয়,
অথচ তাহার সহিত
তোমার স্বামীর কোন বিষয়
বা ব্যাপারের সংস্রব নাই—
বুঝিও—
তোমার নিষ্ঠা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে

হয়ত
পাতিত্যও
ইহার অন্তরালে
হামাগুড়ি দিয়া
চোরের মত অগ্রসর হইতেছে,—
এখনই সাবধান হও !

স্বামী-নিষ্ঠা

'নিষ্ঠা' মানেই হচ্চে—
কোন এক-বিষয় লইয়া
তাহার শুভ-মানসে
তাহাতে—তাহার নানা রকমে
মনকে ব্যাপৃত রাখা ;—
তাই—
স্বামীতে নিষ্ঠা মানেই হচ্চে
স্বামীর উন্নতি-মানসে
তাঁহার
সর্ব্ব বিষয়কে—
শুভ বা মঙ্গলে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য
শরীর ও মনে ব্যাপৃত থাকা

নিবিড় আসক্তিই
চলা-ফেরার নিয়ন্ত্রক

মেয়েদের চরিত্র যেমন সহজনম্য
তেমনি
সে যখন তার ঈপ্সিতে
সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হয়, এমনতরভাবে-
শরীর ও মন
তাঁকে ছাড়া আর-কাউকে চায় না—
আর সে সহ্যও করিতে পারে না
কাউকে
অমনতর ভাবে—
এমন কি কোনো প্রকার সঙ্কেতেও নয় ;—
সে তখন
বড় কঠোর বড়ই অনমনীয়,
বড়ই অসাড়াপ্রবণ হ'য়ে ওঠে—

যতদিন তার ঐ আসক্তির টান
সর্ব্বতোভাবে
তাহাকে পেয়ে ব'সে থাকে ;—
তুমি যদি অমনতর অবস্থা লাভ করিয়া থাক—
তোমার চলা-ফেরায় আর
অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকৃতে হবে না।
ঐ আসক্তিই কোথায় কেমন-ক'রে চলতে হয়,
কি-রকম ধরণ ধরতে হয়,
ইত্যাদি ব'লে দেবে—
চালিয়ে নেবে ;
আমি বলছি
তুমি এমনতর বর্ম্ম প'রে আছ
তোমাকে
অন্য আর-কিছুই
স্পর্শও করতে পারবে না !

স্বামীর বিপথ-গমনে বেদনাহীন বাধা

স্বামী যাহাতে নষ্ট পায়
বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হয়—
তাহার বাধা হইও,
কিন্তু
বেদনা ও বিপদ সৃষ্টি করিও না ;
তোমার ভাল-লাগে-না বলিয়া—
তোমার মাপকাঠিতে মাপিয়া
স্বার্থমলিন দোষদৃষ্টি লইয়া দেখিও না
ও বিবেচনা করিও না,—

বরং বুঝিও

ভালতে বিন্যস্ত করিও—

পাওয়াইও

ও

পাইও—

উৎফুল্ল থাকিয়া

উৎফুল্ল রাখিও

পতি-নিয়ন্ত্রণে

তুমি যদি বুঝিয়া থাক
তোমার স্বামীর চালচলন, অবস্থা ও পরিণতি
এমনতর পথ লইয়াছে—
তাহাতে তাঁহার সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা—
অথচ
তিনি তাহাতে নিরেটভাবে চলিয়াছেন,
এত স্পর্শানুভবতা (Sensitiveness) ঘটিয়াছে
কোন কথা যদি সেদিকে ইঙ্গিতও করে—
অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন,—
সাবধান, তাহার বাধা হইও না,
আগ্রহ ও যত্নের সহিত তাহাতে যোগ দিয়া
অবস্থার আঘাত
ও প্রতিক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া,
সহানুভূতি ও বেদনার সহিত—

আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়া

তাঁর বোধ ও মীমাংসাকে সম্মুখে ধরিয়া—

তুষ্টি ও সন্তোষের সহিত

তাঁহাকে ফিরাইও,—

তোমার দক্ষতা, সহানুভূতি ও সমবেদনায়

তিনি অঢেল হইয়া

তোমাতে উচ্ছল হইবেন—

সন্দেহ নাই—

শান্তি পাইবে !

প্রেরণা ও অভীবাক্যে

তুমি তোমার স্বামীর পিছনে—
ইষ্ট-নিষ্ঠা,
প্রেরণা,
কর্ম্মপ্রাণতা
ও
অভীবাক্য লইয়া
দাঁড়াইও—
অবসন্নতা তোমাদের
কাহাকেও
হুম্‌কি দেখাইতে পারিবে না !

স্বামীর—
বিরক্তি ও ক্রোধে

১

তোমার কোনও ব্যবহারে
তোমার স্বামী যদি—
তোমার উপর বিরক্ত, দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন,—
তুমি কখনই তাঁহাকে
অমনতর ফেলিয়া
সরিয়া দাঁড়াইও না ;—
তাঁহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া
ত্রুটি স্বীকার করিয়া
দুঃখিত হইও,—
আর
আদর, সহানুভূতি ও সমর্থন দ্বারা
তাঁহাতে আরো নিবিড় হইও—
উভয়েই সুখী হইবে !

স্বামীর
নিয়ত অত্যাচারপরায়ণতায়

তোমার স্বামী যদি তোমাতে
নিয়ত অত্যাচারপরায়ণই হ'ন—
আর তোমার তাঁহাকে
নমনীয় করিবার ক্ষমতা
যদি সর্ব্বপ্রকারে
ব্যাহতই হইয়া থাকে,-
তুমি
তাঁহা হইতে
ধীরে ধীরে
মঙ্গলকামী হইয়া—
একটু-একটু করিয়া
দূরে থাকিতে—
অভ্যাস করিও ;

আর

এই দূরে থাকিয়া

তাঁহার মঙ্গল অনুষ্ঠানে

এমনভাবে

ব্যাপৃত থাকিও

যাহাতে

তিনি

প্রত্যক্ষভাবে

তাহার ফলের

অধিকারী হ'ন—

দেখিও—

শত বেদনায়ও

তৃপ্তি

তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না !

কপট বন্ধুত্বে

যখনি দেখিবে—
তোমার স্বামীর কোনো বন্ধু
তোমার স্বামীতে উন্মুখতা দেখাইয়া
তোমার সহিত পরিচিত হইতে চায়—
তোমার স্তুতি, তোমার সেবা, তোমার সহানুভূতি
তার লক্ষ্য ;
কিম্বা
তোমার সহিত মিশিয়া,
তোমার স্বামীর আলোচনা ও
আলাপ করিতে ব্যস্ত,
কিন্তু
তা' তা'র জগতে বা পারিপার্শ্বিকে নয়কো
বুঝিবে— বন্ধু স্বামীর হইলেও
তা'র লক্ষ্য তুমিই ;—

আবার,

সন্তানের সহিত আলাপ করিয়া

সন্তানের যত্ন শুশ্রূষা করিয়া,

তোমার কাছে তা'র প্রশংসা করিতে

আলাপ আলোচনা করিতে—

দেখিবে যখনই ব্যস্ত,—

লক্ষ্য তোমার সন্তান নয়, তুমি—

বেশ বুঝিও ;—

এইরূপ নানা প্রকারেই হইতে পারে,—

সাবধান হইও—

সরিয়া দাঁড়াইও—

সংস্রবে আসিও না।

বরণে—
শ্রেষ্ঠে নিকৃষ্টতায়

শ্রেষ্ঠ বংশানুক্রমিকতা-সত্ত্বেও (heredity)—
এমনকি, বিদ্যাব্যবহারে শ্রেষ্ঠ থাকিয়াও
যদি কেহ হীনচিন্তা ও কর্ম্মানুষ্ঠানী হয়—
আর তাহা কোন উচ্চ আদর্শকে
বহন ও প্রতিষ্ঠা না করিয়া
স্বার্থকেই পরিপুষ্ট করে,—
এমনতর স্থলে
শ্রেষ্ঠ হইলেও নিকৃষ্ট
বলিয়াই পরিগণিত হইবে—
তুমি
বরণ-ব্যাপারে ইহা হইতে দূরে থাকিও,—

ইহাও

শ্রেষ্ঠ বংশানুক্রমিকতাকে

অপঘাত করিয়া

নিকৃষ্টকে নিমন্ত্রণ করে !

অনুলোমে পুণ্য—
পাপে প্রতিলোম

অনুলোম—
জীবন ও বৃদ্ধিকে
ক্রমোন্নয়নে অধিরূঢ় করে বলিয়া
তাহা ধর্ম্ম ও পুণ্যের প্রসবিতা ;—
আর প্রতিলোম-সংসর্গ
জাতির বংশানুক্রমিক অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা
ও
ব্যক্তিত্বের অপঘাত ঘটাইয়া—
হীনত্বে সংবর্দ্ধিত ও পরিচালিত করিয়া
মূর্ত্ত করে বলিয়া—
তাহা
অধর্ম্ম, হীনতা ও পাপেরই
জননী !

প্রতিলোমে প্রতিকার

যদি প্রতিলোম-সংসর্গ ঘটিয়াই থাকে
তাহা হইলে—
ইষ্ট, আদর্শ, গুরু বা মহতে
ভক্তিতে অবনত হইয়া
তাঁহার প্রতিষ্ঠায়
এমনতরভাবে জীবনকে উৎসর্গ কর—
যাহাতে
তাঁহার প্রতিষ্ঠা-ছাড়া
তোমার মস্তিষ্কে অন্য-কোন চিন্তা,—
বাক্য বা কর্ম্মে অন্যরকম চলন—
কিছুতেই স্থান না পায়,

আর

প্রতিলোমজ বৃদ্ধি হইতে

যতদূর সম্ভব দূরে থাকিও—

দেখিবে—

এ দোষ   তোমাকে ও অন্যকে

যেমনভাবে দুষ্ট করিত

তাহা হইতে অনেকাংশেই

কমিয়া যাইবে।

স্বামীর পাতিত্যে স্ত্রীর দায়িত্ব

১

স্বামীর আদর্শচ্যুতিতেই স্বামী
বাস্তবিকভাবে
পতিত হইয়া থাকেন ;—
আর
স্বামীর পতিত হওয়ার চাইতে
স্ত্রীর অমর্য্যাদা
আর কী হইতে পারে ?
এমনতর পাতিত্যে পতিত্বেরও
অপলাপ ঘটিয়া থাকে ;—
লক্ষ্যে অটুট থাকিয়া
স্বামীকে
লক্ষ্যে তুলিয়া ধরিও !

সংসারের সেবায়

তুমি তোমার সংসারে
কাহারও প্রতি কোনো বিদ্বেষভাব লইয়া
থাকিও না ।—
কাহারও ব্যবহারে উত্যক্ত হইলেও
তাহার অবস্থা বুঝিয়া
সহানুভূতিপূর্ণ, প্রিয় ব্যবহার
ও বাক্য দ্বারা
তাহাকে সুস্থ করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিও ;—
ভরসায়, প্রেরণায়, আদরে ও সেবায়,
যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনতরভাবে
তোমার পারিপার্শ্বিককে
উদ্বুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিও,-

কোথায় কেমন-করিয়া চলা উচিত—
অবস্থা দেখিয়া
ভাবনা বা চিন্তা করিয়া
স্থির করিয়া চলিও—
দেখিবে—
তোমাতে তোমার সংসার
এবং
তোমার সংসারে তুমি
উৎফুল্ল থাকিবে।

স্বার্থে বঞ্চনা

স্বামীকে যদি পরিবার ও পরিজন হইতে
সরাইয়া লও—
তবে—
সেবা ও সম্বর্দ্ধনা হইতে
মানুষ যে উৎকর্ষ লাভ করে,—
বোধে ও জানায় যে তৃপ্তি ও মুক্তি আসিয়া
থাকে,—
তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে ;
মহিমা, গরিমা ও প্রতিষ্ঠা
তোমা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে,
উদ্বেগ, অতৃপ্তি, অবসাদ ও অবসন্নতা
তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে—
তুমি কি
এমনভাবে—
বঞ্চিত হইতে চাও ?

সংসার ও পারিপার্শ্বিকে করণীয়

১

তোমার প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে
যে সংসারে আসিয়াছ
সেই সংসার যাহার উপর দাঁড়াইয়া,—
সেবায় তাঁহাকে বা তাঁহাদের (সাধারণতঃ শ্বশুর ও শাশুড়ীর)
শরীর ও মনের দিক্ দিয়া
সুস্থ, সবল ও ভরসাশীল
যাহাতে রাখিতে পার—
তাই করা ;—
আর দ্বিতীয়তঃ,— তাহারা বা তাঁহারা
যাহাদের লইয়া তুমি
সংসারে বাস করিতেছ ;

তৃতীয়তঃ, অবশ্য করণীয়—
যে পারিপার্শ্বিকের ভিতর
তোমার সংসার বসবাস করিতেছে ;
যতদূর সম্ভব ইহা উলঙ্ঘন করিও না—
যশস্বিনী হইবে—
সুখী হইবে !

স্বামী-প্রতিষ্ঠায়
গুরুজন-সেবা

স্বামীর যদি উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা চাও—
তবে তোমার
শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা হইতে
কখনই বিমুখ হইও না ;
কারণ তাঁহারা তা'-ই যাঁহাদের হইতে
তোমার স্বামী উদ্ভূত হইয়াছেন—
আর
তাঁহারাই তাহার আদিম মঙ্গলকামী,
যদিও এ কামনার ভিতরও ভ্রান্তি থাকিতে পারে !
স্বামী যদি ভ্রান্ত হইয়া
ইহাতে অনিচ্ছুকও হ'ন—
তা' উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহাদের সেবা করিলে
মঙ্গলই হইবে ;—

শ্বশুর যদি ভ্রষ্টাচার-সম্পন্নও হ'ন
তথাপি তাঁহার সেবাবিমুখ হইও না,
বরং
সহচর্য্যায় বিরত থাকিও—
দেখিবে—
মঙ্গলকেই উপঢৌকন পাইবে !

স্বামীর ধাতু ও অবস্থার সহিত পরিচয়

দেখিও তোমার স্বামী
কোনো প্রকারেই যেন
তোমার কাছে অপরিচিত না থাকেন—
অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া, বুঝিয়া—
তাঁহার চরিত্র, চাহিদা ও ধাতুকে
অনুভব করিও—
আর যাহা করিলে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়
তৎকরণে অনায়াস হইও—
আর তা' এমন রকমে যেন
তাহা করিয়া
তুমিও
তৃপ্ত ও সুখী হইতে পার ;—

দেখিবে-

প্রাণ ও প্রণয়কে

উপভোগ করিয়া

তৃপ্ত হইতে পারিবে !

লক্ষ্মী-বউ

তোমার কোন কারণ লইয়া
যদি সংসারে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়—
তোমার স্বামীকে
তাহা সমর্থন করিতে দিও না—
নিজের দক্ষতাকে খাটাইয়া,
পরিজনের ভিতর তুষ্টি আনিয়া
তাহার নিরাকরণ করিও ;—
নিমিষে
লক্ষ্মী-বউ হইয়া দাঁড়াইবে—
সন্দেহ নাই !

পরিজন-বিদ্রোহে

আর যদি স্বামীর ভ্রান্তি
বা চরিত্রের দরুণ—
গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়—
তবে
স্বামীকে সংশোধন করিয়া,
পরিজনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া
শান্তিকে ডাকিয়া আনিও—
ধন্যা সেই—
যে বিদ্রোহকে
শান্তির জলে
নিভাইয়া দিতে পারে!

উন্নতির পথে

১

তুমি যদি ভালই থাকিতে চাও—
জ্ঞানে, শান্তিতে ও সম্মানে
যদি তোমার জীবনকে
উন্নতির পথে অতিবাহিতই
করিতে চাও—
তবে তুমি
তোমার পুরুষের কাছে
এমনতর
শ্রী, বাক্, চরিত্র ও সেবা লইয়া
উপস্থিত হও—
যাহাতে তিনি
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে
উন্নত ও অটুট হ'ন

শাশুড়ীর গঞ্জনায়

তোমার শাশুড়ী
যদি গঞ্জনা-দায়িনীই হইয়া থাকেন—
তাঁর গঞ্জনার
বাধা হইও না,
আপত্তি করিও না,
প্রত্যুত্তর করিও না,—
তাঁর
প্রয়োজনগুলির প্রতি
নজর রাখিও—
পূরণে যত্নবতী হইও—
স্তুতিবাদে তাঁহাকে পরিপ্লুত করিয়া তুলিও,
সেবা-বুদ্ধিকে অটুট রাখিও
ও
বাস্তবে পরিণত করিও—
জয় তোমার অবশ্যম্ভাবী !

কেন্দ্রানুগ সেবায় প্রতিষ্ঠা

তুমি যে-সংসারের বধূ হইয়াছ
সেই সংসারের কেন্দ্র বা কর্ত্তা যিনি বা যাঁহারা
—সাধারণতঃ শ্বশুর ও শাশুড়ী—
সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের
তোমার সেবায়
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে
পরিপুষ্ট রাখিতে
চেষ্টা করিও—
দেখিবে শান্তি, সেবা ও প্রতিষ্ঠা
তোমাকে কেমন করিয়া
মহিমময়ী করিয়া তুলিতেছে !

ভ্রান্তিতে অকৃতজ্ঞতা

কাহাকেও যদি আমার ভাবিয়া সুখী হও,
স্মরণ রাখিও—
তোমার সেবার
প্রথম অধিকারী
সে বা তাঁহারা
যাহা হইতে তুমি তাহাকে পাইয়াছ
বা পাওয়া সম্ভব হইয়াছে ;
এখানে ভ্রান্তি ঘটিলেই—
অকৃতজ্ঞতার গুপ্ত ছুরি
তোমাকে নিঃশেষ করিয়া দিবে
মনে রাখিও !

দরিদ্রতার মোসাহেব

আত্মম্ভরিতা, আলস্য, অবিশ্বাস
ও অকৃতজ্ঞতা—
ইহারা দরিদ্রতার মোসাহেব ;—
ইহারা থাকিলে
দরিদ্রতা
খোস মেজাজে
বসবাস করিতে পারে

স্বামীর—
বৈরূপ্যে

তোমার স্বামী যদি তোমাতে অতুষ্ট হইয়া
তোমা হইতে দূরে সরিয়া যা'ন,
বেশ করিয়া অনুসন্ধান কর, ভাব—
তোমার চরিত্রকে
তাঁহার সেবা ও সম্বর্দ্ধনক্ষম
করিয়া তুলিতে
চেষ্টা কর—
যাহাতে তিনি
তুষ্ট হ'ন, পুষ্ট হ'ন
এবং
গর্ব্ব অনুভব করেন ;
দেখিবে—
তোমার স্বামী তোমাতে
কেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন !

স্বামীর--
বিপথগমনে

তোমার স্বামী যদি
বিপথগামীই হইয়া থাকেন—
তাঁহাকে তাচ্ছীল্য করিও না—
বা রূঢ় ভাষা বা ব্যবহারে কিংবা অযত্নে
তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিও না,
বরং অনুসন্ধান করিয়া
বুঝিতে চেষ্টা কর—
বাস্তবিকভাবে তিনি কি চান
আর
কিসের অভাবে বা আসক্তিতে
তিনি এমনতর পথ অবলম্বন করিলেন ;

আবিষ্কার কর,

সম্ভব হইলে

প্রাণপণ করিয়া তাহার নিরাকরণে

যত্নবতী হও,—

আর এমনতর

আদর, যত্ন, সেবা, যুক্তি ও আলোচনা কর

যাহা

তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করিয়া

এমনতরভাবে উদ্বুদ্ধ করে

যাহাতে তিনি একরকম অজ্ঞাতসারে—

তোমাতে মুগ্ধ হইয়া

বিপথের প্রয়োজন হইতে

অপসারিত হ'ন!

ব্যয়ের আদর্শ

তুমি প্রয়োজনোপযুক্ত খরচ করিও—
যাহা না হইলে চলে
তাহাকে ডাকিয়া আনিও না ;
ঈষৎ কৃপণতা
মেয়েদের
একটা উত্তম গুণ—
কিন্তু অন্যায় কৃপণ হইও না ;
তুমি যাহা খরচ কর
তাহা হইতে
অন্যের অসুবিধা না ঘটাইয়া
কিছু-কিছু বাঁচাইতে চেষ্টা করিও,—
প্রয়োজন যখন
তোমার শ্বশুর বা স্বামীকে
গলা-টিপিয়া ধরিবে,

তোমার অভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া
দিয়া দিও—
দেখিবে—
সে কী সুখ,
সে কী তৃপ্তি !

পারিবারিক শিক্ষায় নিত্যপ্রয়োজনীয়

আমার মনে হয়
সমাজ বা জাতিকে
উন্নতির পথে চালাইতে হইলে
এমনতর শিক্ষার প্রয়োজন—
যাহাতে
প্রত্যেক পরিবারের ভিতরেই
একটা গবেষণাগার (Laboratory)
একটা শিল্পকুটীর (Industry cottage)
ও নিত্যপ্রয়োজনীয় তরি-তরকারী উৎপাদনোপযোগী
কৃষি
অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে চলিতে পারে
আর এ শিক্ষা প্রত্যেক পরিবারে—
স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে !

শিক্ষায়
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি

বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া
তোমার শিক্ষা
যতদূরই কেন অগ্রসর না হোক্—
তার ভিত্তিতে যেন
ধর্ম্ম কাহাকে বলে ;
আদর্শ কি ?
শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলে,
শ্রেষ্ঠকে কি-করিয়া চিনিতে হয়,
শ্রেষ্ঠকে কেমন-করিয়া বরণ করিতে হয় ?
সতীত্ব কাহাকে বলে,
সতীত্ব মানুষকে কেমন-করিয়া তোলে ?
সেবা কি, শ্রদ্ধাভক্তি কাহাকে বলে ?

কি-করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতে হয়,
কিসে সুসন্তান লাভ হয় ?
পারিবারিক শান্তি রক্ষা করিয়া—
কি-করিয়া উন্নতিকে ডাকিয়া আনা চলে,
পতিত্বকে কি-করিয়া চিনিতে পারা যায় ?
সন্তানকে কি-করিয়া পালন করিতে হয়,
কি-করিয়াই বা শিক্ষা দিলে
তাহার ভবিষ্যৎ জীবন
উজ্জ্বলতর হইয়া দাঁড়াইবে ?
সঞ্চয়ের নিয়ম কি—
অন্যের কষ্টের সৃষ্টি না করিয়া
কি-করিয়া তাহার উন্নতি করা যায় ?
ইত্যাদি
বিশেষ করিয়া
অভিনিবেশ সহকারে
চরিত্রগত করিতে হইবে—
যদি শ্রী ও মঙ্গলকে দাসী করিয়া রাখিতে চাও !

স্বামীর—
ক্ষুব্ধতায়

তোমার চলন ও ব্যবহারের
ভ্রান্তিতে বা খাঁক্তিতে
যদি তোমার স্বামী
ক্ষুব্ধ ও বেদনাপ্লুত,
অবসন্ন ও নিরাশ হইয়া থাকেন-
বা
এমন-কিছু ঘটিয়া থাকে যাহাতে
তিনি বিপন্ন হইতে পারেন,—
বুঝিবামাত্র
তুমি তোমার অনবধানতা, বেকুবী ও ভ্রান্তিকে
তাঁহার কাছে
বেদনা, সহানুভূতি ও আদরের সহিত
এমন করিয়া মুক্ত করিয়া দিবে—

যাহাতে তিনি তোমাকে
ভাল করিয়া বুঝিয়া
নিঃসন্দেহ হইয়া
উৎফুল্ল হইয়া উঠেন ;—
আর
যদি তিনি বিপন্ন হইতে পারেন
এমনতর কিছু ঘটিয়াই থাকে,—
তোমার ভুলকে উল্লেখ করিয়া,
দোষগুলি কুড়াইয়া
নিজের মাথায় লইয়া
এমনতর ভাবে
অবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে—
যাহাতে বিপদ্ তাঁহাকে স্পর্শও না করিতে পারে ;—
আর
স্পর্শ করিয়া থাকিলেও
তাহা অপসারিত হইয়া যায়

এবং

সঙ্গে-সঙ্গে তদ্দরুণ যে ক্ষত হইয়াছে

অবিলম্বে

তাহাও যেন

নিরাময় হইয়া ওঠে ;-

নজর রাখিও—

সাবধান হইও

ভবিষ্যতের জন্য !

মুর্ত্তিমান্ পাপ

১

যে আনন্দ অবসন্নতাকে আমন্ত্রণ করিয়া
স্বাস্থ্য ও জীবনের অপলাপ ঘটায়,—
যে কর্ম্ম ভয় ও দুর্ব্বলতাকেই সৃষ্টি করে,—
যে সেবা, যে অনুরক্তি, যে সহানুভূতি
নিজেকে—
পারিপার্শ্বিককে—
জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও শ্রেষ্ঠকে—
অবহেলা করিয়া,
হীনত্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া,
ভ্রান্তি ও বিপদের সহিত
অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনিয়া,
মরণের কোলে শয়ান করাইতে চায়—
তাহাকে তুমি
মূর্ত্তিমান্ পাপ
বলিয়া জানিও।

দোষ-পরিহারে

চুরি, নিন্দা, পরচর্চ্চা,
দোষ-দেওয়া ও দোষ-দেখা ইহাদিগকে
সতর্কতার সহিত
এখনই পরিহার কর ;—
ইহারা এমনতর—
অতি অল্প অভ্যাসেই
ভূতের মত চাপিয়া
চরিত্রকে জাহান্নমে দেয় ;
মানুষের কত মহদ্‌গুণ
ইহাদের আবির্ভাবে ছারেখারে যায়
তাহার ইয়ত্তা নাই ;—
একবার পাইয়া বসিলে
তাড়াইলেও—যেন অজ্ঞাতসারে
আবার আসিয়া বসে ;

যদি আপন-চেষ্টায় না তাড়াইতে পার,

তবে সংশোধনের ইচ্ছা লইয়া ধরা পড়—

তাহাতে আপাততঃ তোমার

একটু অসুবিধা হইতে পারে

কিন্তু ভবিষ্যৎ

মঙ্গলপ্রদই হইবে।

মিথ্যায়

আর একটি জানোয়ার আছে
তা' প্রায় ছারপোকারই মতন—
সেটি মিথ্যা কথা !
এটি একবার স্পর্শ করিলে
যদি একটু প্রশ্রয় পায়—
ঝাঁকে-ঝাঁকে বাড়িয়া যাইবে,—
তখন মানুষ তোমার
কাছে আসিতেও
ভয় পাইবে—
বিশ্বাস করিবে না ;
চরিত্রটি
জর্জ্জরিত হইয়া
কালাজ্বরের রোগীর মতন
একদম সর্ব্বনাশকে আলিঙ্গন করিবে ;

এটির একটি উত্তম ঔষধ—
এমন কথা অভ্যাস করা
যাহাতে
মানুষের কোনো প্রকারই
অমঙ্গল না আনিতে পারে
—অহিত না ঘটাইতে পারে ;—
শেষে দেখিতে পাইবে—
সত্যই এত আছে যে
মানুষের জীবনযাপনে—
অবস্থার সংঘাতে
মিথ্যার কোন প্রয়োজনই হয় না
একবার সাধিয়া দেখ !

দুষ্ট পতিভক্তি

আর-একপ্রকার শয়তানী পতিভক্তি আছে—
সে পরিবারের দেবর, ননদ, জা, শাশুড়ী, শ্বশুর
ইত্যাদির দোষ কুড়াইয়া লইয়া,
স্বামীতে উপ্ত করিয়া,
তাঁহার শরীর ও মনকে বিষাক্ত করিয়া,
সংসারে আগুন লাগাইয়া দেয় ;—
কিন্তু পারে না তা'রা
ভাল কুড়াইয়া লইয়া স্বামীতে উপ্ত করিতে—
ধ্বংসকে ধ্বংস করিয়া জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে
অমৃতময় করিয়া তুলিতে ;—
তাহারা স্বামীকে বলে—
যাহা শুনি বা দেখি, তোমার কাছে না-বলিয়াই
থাকিতে পারি না,—

তোমার কাছে না-বলা পর্য্যন্ত
মন কেমন অশান্ত হইয়া থাকে ;—
তা'রা সবই পারে—
দেখেও দোষ, ভাবেও দোষ, বলেও দোষ,
পারে না শুধু গুণের কথা ভাবতে, গুণকে খুঁজে
বের করতে,
গুণকে গুণময় ক'রে ঢালতে অন্যের কাছে ;
এ বড় ভীষণ পাপ !
তুমি এমনতর স্বভাবকে স্পর্শও করিও না—
তা' শরীরেও নয়, মনেও নয় !
গুণকে চিন্তা কর,
খুঁজিয়া গুণকে বাহির করিতে চেষ্টা কর—
দোষ ও দুষ্ট হইতে সাবধান থাকিয়া ;
আর
যতগুণে পার—
গুণকেই ছড়িয়ে দাও সবার ভিতর,

তা' স্বামীই হউন, শ্বশুর শাশুড়ীই হউন—
দেবর, ননদ, জা ও পরিপার্শ্বিক সকলকারই
দেখিবে—
ভগবতীর মতন মঙ্গলদায়িনী বলিয়া
অবিরলধারে—
পূজা তোমাকে স্পর্শ করিবে !

বাগ্‌দানে

যদি কেহ
নিজের অবস্থা বুঝিয়া,
অন্যতে নিঃসংশয় হইয়া
কোন কিছুর জন্য বাক্যদান করে—
তা'কেই
যে বিষয়ের জন্য বাক্যদান করিয়াছে
তদ্বিষয়ে বাগ্‌দত্ত বা বাগ্‌দত্তা
বলিয়া অভিহিত করা যায় ;—
তুমি যদি তোমার অবস্থা ও সামর্থ্য বুঝিয়া
কোন পুরুষে সর্ব্ববিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া
তোমাকে দান করিবার জন্য
বাক্যদান করিয়া থাক—

তাহা হইলে তুমি বাগ্‌দত্তা হইলে ;
এই দানই তোমার প্রকৃত বিবাহ
যাহাকে দান করিলে, তিনি গ্রহণ করুন
বা না করুন ;

আর যদি তিনি গ্রহণ না-ই করেন
তাহা হইলেও
অন্যকে পুনরায় বাগ্‌দান করিতে পার না।

আর ইহা করিলে
ধর্ম্মের দিক্ দিয়া তুমি পতিতা হইবে—

তাই,

সর্ব্ববিষয়ে নিঃসংশয় না হইয়া
কোন পুরুষে তুমি বাগ্‌দান করিও না ;—

আর যদি করিয়াই থাক—
যদি পার,—ফিরিও না—

ফিরিলে, দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিয়া,

পাতক

আজীবন

তোমার পিছু লইতে পারে—

হিসাব করিয়া চলিও !

বর-মনোনয়নে উপযুক্ততা

নারী যখন গর্ভধারণক্ষম হয়
তখনই প্রকৃতি তাহাকে
পুরুষ-মনোনয়নের ক্ষমতায়
অধিরূঢ় করিয়া তোলে ;-
আর
নারী যদি বরকে স্বেচ্ছামত
মনোনয়ন করিতে চায়—
তখনই কেবল তা' পারে সে ;
নতুবা
পিতা মাতা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া
যাহাকে বরণ করিবেন
তাহাদের কন্যার জন্য—
তিনিই কন্যার বর বলিয়া
পরিগণিত হইবেন—
ইহাই শাস্ত্রের নীতি !

অমনোনীত
হীনপাত্রস্থতায়

রজঃস্বলা কন্যার অমতে
বা অমনোনয়নে, কিংবা বলবাধ্য করিয়া
যদি তাহাকে হীনপাত্রস্থ করা হয়—
তাহা অন্যায় ও অধর্ম্ম ;—
তাই শাস্ত্রে আছে—
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং
শ্রেয়াংশ্চেদ্ বর আব্রজেৎ !
তুমি যদি নিজে কোন পুরুষকে বাগ্‌দান
বা বরণ করিয়া না থাক
বা বরণ-ব্যাপারে তোমার অভিমত
না-ই থাকিয়া থাকে—

এমতাবস্থায়—

তোমার পিতামাতা কিংবা গুরুজনদিগকে

বলিও,

বুঝাইও—

নিবৃত্ত হইও।

নীতি কাহাকেও বাধ্য করে না

সুনীতি বা সুনিয়ম
কাহাকেও জবরদস্তি করিয়া
অনুসরণ করাইতে চাহে না ;—
কিন্তু যে মঙ্গল চায়
সে যদি অনুসরণ করে—
মঙ্গল তাহাকে
নন্দিত করিবে—সন্দেহ নাই !

স্বামীতে
নারায়ণের আবির্ভাব

যে সংসারে
স্ত্রী স্বামীকে
আত্মসেবামুখী করে
সে মৃত্যুর সহযাত্রী ;—
আর যে স্ত্রী স্বামীকে
আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া—
বিশ্বসেবায় তৎপর করিয়া তোলে
তাহার স্বামীতে—
নারায়ণের আবির্ভাব হয় !

প্রেরণায় স্ত্রী

নজর রাখিও
তোমার স্বামী যেন তোমাতে
স্থস্থ, স্বস্থ ও প্রেরণাপুষ্ট থাকিতে পারেন
কিন্তু তোমাতে মূঢ় ও সমাহিত না হন,—
তোমার তুষ্টি, পুষ্টি যেন
তাঁহার লক্ষণীয় না হয়,
বরং তোমার প্রেরণায়
তিনি যেন আদর্শে উদ্দাম হইয়া
বিশ্বসেবায় নিরত থাকিতে পারেন ;
আর এইটি যেন তোমার
তৃপ্তির, তুষ্টির, স্থখ ও গর্ব্বের
আরাধনা বলিয়া
হৃদয়ে স্থান পায়—
মহিমময়ী ও স্থখী হইবে
—সন্দেহ নাই !

বিবর্ত্তনে পাওয়া

পুরুষ স্বভাবতঃ মেয়েদের প্রতি
আকৃষ্ট থাকে—
তাই মেয়েদের স্বভাব
পুরুষে প্রতিফলিত
ও
প্রজ্বলিত হইয়া—
পুরুষের বৈশিষ্ট্যকে উদ্দীপ্ত করে ;
আর মেয়েরা
তাহারই বিবর্ত্তনে
অনেকগুণে
পুরুষের কাছে
তাহাই পাইয়া থাকে।

নারী

জননে ও সেবায়

তোমার স্বামী যেমনই হউন না কেন,—
যদি তাঁহার উচ্চ বংশানুক্রমিকতা থাকে-
তুমি তাঁহাকে যেমনভাবে
উদ্দীপ্ত ও আনত করিয়া তুলিবে,
ঠিক জেনো—
অবিকল তাহাই—
সন্তানরূপে পাইবে ;
আর ইহাও ঠিক
তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর
ভাব, বাক্য ও আচার-ব্যবহার
ভূমিষ্ঠ সন্তানের
শিক্ষা ও চরিত্রের মূলভিত্তি !

স্বামী-বিদ্বেষে
সন্তানের হীনত্ব

তুমি যদি তোমার পুরুষে (স্বামীতে)
বিদ্বেষভাবাপন্ন, বিরক্ত, ঈর্ষ্যাপরায়ণ
ও দোষদৃষ্টিসম্পন্ন থাক,—
কিংবা তাহাতে অনিচ্ছা বা অপ্রবৃত্তি থাকে,—
সাবধান !
তাহাকে গ্রহণ করিও না,—
কারণ,
ইহার ফলে
অল্পায়ু, মূঢ়মস্তিষ্ক, অস্থির,
ক্ষীণমতি, রোগসঙ্কুল, ঘৃণ্য সন্তানই
ভূমিষ্ঠ হইবে,—
আপ্‌শোষ ও উদ্বেগে
তোমার জীবনকে অতিবাহিত করার পথ
পরিষ্কার করিও না।

সুসন্তান-জননে

তোমার নিষ্ঠা, অনুরক্তি, ভাব ও ভক্তিতে
অনুরঞ্জিত হইয়া
তোমার স্বামীকে
সৎ ও সুস্থভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া
যখনই তোমাতে আনত করাইবে,—
সেই হচ্চে প্রকৃষ্ট লক্ষণ
যে তুমি
সৎ, সুস্থ ও দীপ্তমান্ সন্তানের
জননী হইবে—
সন্দেহ নাই।—
শাস্ত্রে সুসন্তানলাভার্থ
যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম্মাদির
উদ্দেশ্যও এই।

অভিগমনে—
শ্রদ্ধা ও সজ্জা

স্বামীর নিকট সুসজ্জিত হইয়া,
সুভাব ও চিন্তাপরায়ণ হইয়া,
শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ সহকারে
তাঁহার অভিগমন করার রীতিই
বলিয়া দেয়
স্বামী কেমনভাবে উদ্দীপ্ত
ও তোমাতে আনত হইলে
সুসন্তান-লাভ ঘটিয়া থাকে ;—
আর ইহা
সুপ্রজননের
একটা প্রধান ধারা।

জীবন-নিয়ন্ত্রণে
জননী ও শৈশব শিক্ষা

ছেলেকে শত শিক্ষা, শত শাসনে—
কিছুতেই উপযুক্ত মানুষ করা যাইবে না,
যাইতে পারে না—
মা যদি তার জীবনের মূলভিত্তিগুলিকে
উপযুক্তরূপে অটুট করিয়া
বিন্যস্ত করিয়া না দেয় ;
তুমি তোমার শিশুকে যদি মানুষ করিতে চাও,
তার দোষগুলিকে
উপযুক্তরূপে নিয়ন্ত্রিত করিও ;
পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে
যাহা করিয়া দিবে তোমার শিশুকে—
তাহাই তাহার সমস্ত জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত করিবে—
নিশ্চয় জানিও !

নারীই
শিক্ষার ভিত্তি

ভুলিও না—
মানুষের—সাধারণতঃ ছেলেমেয়েদের—শিক্ষা
মেয়েদের বোধ, বাক্য, চলন, চরিত্র
ও দক্ষতা হইতেই পাইয়া থাকে ;—
তোমাদের এইগুলি যতই
পুষ্ট ও পটু হইবে
মানুষের—অন্ততঃ ছেলেমেয়েদের
শিক্ষার ভিত্তি
ততই নিরেট হইবে ;
হিসাব করিয়া চলিও—
পশ্চাতে পস্তাইতে হইবে না।

শিশুর
ভবিষ্যৎ-বিধানে

ছেলেদের বোধের পাল্লা
মায়ের যদি নখদর্পণে না থাকে—
কী সে পছন্দ করে,
কেমন-কথায় ভয় করে,
আঁৎকে ওঠে কেমন-করিয়া—
কেমন-করিয়া তার ভিতর সন্দেহ
বা বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে পারা যায়,
ইত্যাদি প্রয়োজনমত
প্রয়োগ করাই হইয়া ওঠে না ;—
আর বোধের মাপকাঠি হাতে থাকিলে
অতি সহজেই
এই সমস্ত সম্ভব হইয়া—

শিশু বা ছেলেকে

ভবিষ্যৎ বিপদের হাত হইতে

অনেক সহজেই রক্ষা করা যায় ;—

তুমি তোমার সন্তানকে

সব সময়ে

নজর ও হিসাবে রাখিও !

দৃষ্টান্তের ফলবত্তা

ছেলেমেয়েদের সম্মুখে

এমনতর কিছুই ধরিও না—

যাহা বর্দ্ধিত হইয়া

তাহার পরবর্ত্তী জীবনে

জাহান্নমের জয়গান করে

মায়ের শাসন

তোমার সন্তানসন্ততিকে অযথা তিরস্কার করিয়া
বা শাসন করিয়া
সংরক্ষণের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিও না ;—
শাসন যতই অল্পকারণে বা অযথা করিবে
শাসন-সহনীয়তা তাহার ততই বৃদ্ধি পাইবে,—
ফলে—
শাসন তাহাকে আর সংযত করিতে পারিবে না ;
ইহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন
অসংযত, দুঃখদারিদ্র্যময়, ঘৃণিত, তমসাচ্ছন্ন
হইয়া উঠিতে কিছুই লাগিবে না ;—
সহজে শাসন করিও না—
বরং বোধকে জাগ্রত করিয়া দিতে প্রয়াস পাও,

তাহা হইলে বরং শিশু
জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইবার পথ পাইবে,
উন্নতিতে মুক্ত হইবে ;—
আর শাসন যদি করিতেই হয়,
এমন সময়ে শাসন করিও—
যখন অন্য রকমে নিয়ন্ত্রিত করার
আর সময় নাই বিবেচনা কর
—এমনতর জীবনমৃত্যু-সন্ধিক্ষণে ;
দেখিবে, তোমার শিশু কেমনতর
উন্নতি, উদ্যম, সাহস ও ভরসায়
গজাইয়া উঠিতেছে !

শ্রেষ্ঠের
বহু উৎপাদনে

আদর্শপরায়ণ পুরুষই বহুবিবাহের উপযুক্ত ;
কারণ আদর্শে অনুপ্রাণতা
শক্তি, জ্ঞান ও সেবায়
বহুকে পূরণ করিতে পারে ;—
আর স্ত্রীদের প্রকৃতি
শক্তিকে আলিঙ্গন করা ;
দুর্ব্বলে একাধিপত্য করার চাইতে
শক্তিমানের দাসী হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করে-
আর এটি নারীর
প্রধান বৈশিষ্ট্যের একটা ।
আর
যদি সমাজের উন্নতিই চাই—

তবেও

যাহাতে

সবলের বহু উৎপত্তি হয়

তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেয়ঃ।

প্রজননে—
নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য

ধাতু বা temperament হচ্ছে
বৈধানিক বৈশিষ্ট্য (characteristic of
the system)
যাহা অনেকখানি—
মানুষের বোধ, চিন্তা, চরিত্র
ও চলনকে নিয়ন্ত্রিত করে ;
তাই পুরুষের বৈশিষ্ট্য
জীবনকে উপ্ত করা—
নারী সেখানে ধারণ করিয়া মূর্ত্ত করে
ও বৃদ্ধিতে নিয়োগ করে,—
আর এটা সাধারণতঃ
এককালীন একককে ;—

পুরুষ এই সময়ে বহুতে উপ্ত করিতে পারে
তাই
নারীর বৈশিষ্ট্য একগামিনী হওয়া—
আর এটা তাহার
স্বস্থ মনের সম্পদ্—
পুরুষ কিন্তু স্বভাবতঃই বহুগমন-প্রবণতা লইয়া
জীবনধারণ করে ;—
তাই—
তোমার স্বামী
আদর্শে, চরিত্রে, জ্ঞানে ও সেবায়
উচ্ছল থাকিয়াও—
যদি বহুভার্য্যাপরায়ণ হয়,
আর তাহা যদি তোমার স্বামীর পক্ষে
অমঙ্গলপ্রদ না হয়,
দুঃখিত হইও না,
ঈর্ষ্যান্বিতা হইও না—

বরং
ভালবাস, যত্ন লও—
দেখিবে—তোমাতে তোমার স্বামী
আরো তুমি-প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন-
—চিন্তা করিও না।

প্রকৃত প্রেমে
প্রেয়'র প্রিয়ে প্রীতি

আর ইহাও ঠিক—
তুমি যদি তোমার স্বামীকে
প্রকৃতই ভালবাসিয়া থাক—
তবে তিনি যদি তোমার মত
কাহাকেও ভালবাসেন—
তোমার ভালবাসা যদি
স্বার্থ-মলিন না-ই হইয়া থাকে—
তবে তো নিশ্চয়ই—
সহজভাবে—
সে তোমার আদর ও যত্নের হইবে—
ইহা কি সমীচীন নয় ?

পতিপ্রেমের
কষ্টি-পাথর

সপত্নী-বিদ্বেষ
স্বামীতে স্বার্থান্ধতাকেই
দেখাইয়া দেয়,—
সপত্নী-প্রেমই
স্বামী-প্রেমের সাধারণতঃ উজ্জ্বল সাক্ষ্য
—নিশ্চয় জানিও !

প্রিয়তে সমস্বার্থসম্পন্নায়

যিনি তোমার জীবনের উৎস,—
যিনি তোমার স্বার্থ,—
যাঁহাকে তৃপ্ত করিয়া, পুষ্ট করিয়া,
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া—
তুমি তোমাকে
সার্থক মনে কর,—
স্বামী ভাবিয়া তুমি ধন্যা হইয়াছ,—
যেখানে তোমার এমনতর মানসিক আকুতি—
এমনতর জনের যদি
তোমার মত আর-কেহ
প্রিয় থাকে,—
আর সে প্রিয় যদি সর্ব্বতোভাবে
সমস্বার্থসম্পন্না তোমার সাহায্যকারিণী হয়,

তুমি তাহাকে কী করিবে—
ফেলিয়া দিবে, না গ্রহণ করিবে ?
ঈর্ষ্যা করিবে, না বুকে টানিয়া লইবে ?
—বুঝিয়া দেখ,
বিপথে যাইয়া
প্রেম ও নিষ্ঠার অপলাপ ঘটাইও না !

স্বার্থান্ধতায়
সপত্নী-বিদ্বেষ

পিতার যদি বহু কন্যা থাকে—
তাঁহাতে কন্যার স্বার্থ নিবদ্ধ থাকিলে
ভগিনী-বিদ্বেষ মূর্ত্তিমান্ হয়,-
তেমনই—
পতির যদি বহুভার্য্যা থাকে,
তাঁহাতে স্বার্থান্ধ আসক্তিই—
সপত্নী-বিদ্বেষ মূর্ত্ত করিয়া তোলে !

গর্ভিণীর—
গর্ভচর্য্যায়

যাহাকে গর্ভে স্থান দিয়াছ—

মানুষে মূর্ত্ত করিবে যাহাকে—

গর্ভারম্ভ হইতেই তাহার

পরিচর্য্যা করিতে ভুলিও না—

এ পরিচর্য্যা প্রথমতঃ মানসিক,

দ্বিতীয়তঃ শারীরিক ;

তোমার মনকে যতই নির্ভীক

ও সৎ-এ প্রফুল্ল রাখিতে পারিবে,

তোমার গর্ভস্থ সন্তানও তাহাই উপভোগ করিবে-

শরীরকে

স্বাস্থ্যে, কর্ম্মপটুতায় ও পরিচ্ছন্নতায়

যতই সুন্দর রাখিতে পারিবে,

তোমার গর্ভস্থ সন্তান

তাহাই উপভোগ করিবে—

বুঝিয়া চলিও।

সূতিকা গৃহের বৈশিষ্ট্য

নজর রাখিও—
সূতিকা-ঘরখানি যেন
রোগবিহীন, পরিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ
উপযুক্ত তাপসংযুক্ত, পরিচ্ছন্ন
ও খট্‌খটে হয়-ই ;
সূতিকাগারটি যেন তার
এই কয়টি বৈশিষ্ট্য হইতে
কিছুতেই বঞ্চিত না হয়-
শিশু ও প্রসূতি—
ইহাতে উভয়েরই মঙ্গল ;
তাই পরিবার পরিজনও
কষ্ট দুশ্চিন্তার হাত হইতে-
ইহাতে বেশির ভাগ নিষ্কৃতিই পাইবে !

দুষ্ট সূতিকা-গৃহের বিপদ

রোগবিষপূর্ণ, সেঁৎসেঁতে
অধিক আলোকময়
আর শীতলবায়ুপূর্ণ সূতিকাগার
শিশু ও প্রসূতির
এমন বিকৃতি ঘটাইতে পারে—
যাহা হয়ত জীবনেও সংশোধন
হওয়া দুষ্কর ;—
আবার বলি—
সূতিকা-গৃহকে তার বিশেষত্ব হইতে
বঞ্চিত করিও না !

শিক্ষা ও চরিত্রবিধানে ভক্তি

সন্তানের সম্মুখে এমনতর কিছু করিও না
যাহাতে তাহার
ভক্তি বা তোমার প্রতি টানের
কোনপ্রকার অপলাপ ঘটে ;—
—টানের অপলাপে তোমারও কষ্ট
তাহারও সমূহ বিপদ ;
তাই তাহার ধাতু, চরিত্র ও অবস্থা
যেন তোমাতে সবসময়ে জাগরূক থাকে ।
কোনো শিক্ষা দিতে হইলে—
বেশ করিয়া বুঝিয়া,
প্রয়োজন ও অবস্থাতে নজর রাখিয়া,

ভাব ও ভাবের গতির প্রতিক্রিয়ার সময়ে
যদি বোধ ও মীমাংসাকে
আনিয়া দিতে পারে-
আদর ও সহানুভুতি লইয়া,—
দেখিবে শিক্ষা তাহার
সহজেই চরিত্রকে
স্পর্শ করিয়াছে !

রোগচর্য্যায় গাছ-গাছড়া

সাধারণতঃ তোমার পারিপার্শ্বিক গাছ-গাছড়া
বা অন্য কিছু—
তাহা মানুষের কী প্রয়োজনে লাগিতে পারে
কী কী গুণ তার,
কী প্রয়োজনে কেমন-করিয়া
ব্যবহার করিতে হয়,
ইত্যাদি নখদর্পণে রাখিয়া দিও—
বিপদে সাহায্য পাইবে—
হয়ত অল্পে—
বৈদ্য বা ডাক্তার খুঁজিয়া
হয়রাণ হইতে হইবে না।
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ইষ্টকে স্মরণ করিয়া
তাঁহার কথা, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার চলন
ও চাওয়া

ইত্যাদি চিন্তা করিয়া—
শয্যাত্যাগ করিও,
পরে প্রাতঃকালীন সাংসারিক কাজকর্ম্ম
শেষ করিয়া
প্রাতঃকালীন প্রয়োজনের উপকরণ
যথাযথভাবে সংগ্রহ করিয়া,
পূর্ব্বদিকে আনন্দ-আরক্তিম সূর্য্যকে
অবলোকনের সহিত—
গুরুজনকে অভিবাদন করিও ,
সন্তানসন্ততিদিগকে
যথাযথ উৎফুল্লতার সহিত
স্নেহসম্ভাষণ দ্বারা
প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের খবর লইতে ভুলিও না,
ইহা অভ্যাসে
এমনতর করিয়া লইতে চেষ্টা কর—
যেন প্রত্যেকের মুখ দেখিয়াই

যথাসম্ভব অল্পকথার ভিতর দিয়া
স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনের খবর
অনায়াসে
সংগ্রহ করিতে পার ;-
আর ইহাই যেন তোমার
রন্ধন-ব্যাপারকে
পরিচালিত করে ;—
অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বাস্থ্যানুপাতিক আহার্য্য
যেন প্রত্যেকেই পায়—
দেখিও এমন করিলে
তোমার পরিবার
রোগসঙ্কুল হইয়া—
তোমাকে দুর্দ্দশা ও দুরবস্থায়
বিধ্বস্ত করিবে না।

ধর্ম্মে
অর্থ, কাম ও মোক্ষ

তোমার অনুরক্তি ও সাধনা
ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া
তোমার বাস্তব জগতে যখনই সংক্রামিত হইবে—
অর্থ তখনই অর্থ লইয়া—
তোমাকে ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিত করিয়া
যাহা-কিছু কাম্য ছিল তাহার সমাধানে—
মোক্ষ বা মুক্তিতে অচলায়তন সৃষ্টি করিয়া
সেবা ও প্রতিষ্ঠার সহিত
তোমাকে অটল করিয়া রাখিবে ;
তাই
ধর্ম্মকে তাচ্ছীল্য করিও না—

আর ধর্ম্ম প্রকৃত হইলেই
তাহার অনুচর—
অর্থ, কাম ও মোক্ষ—
জাজ্বল্যমান হইয়া দাঁড়াইবে ;—

আর
প্রকৃত ধর্ম্মের
নিদর্শন হচ্চে এই।

বিধবার আদর্শ

বিধবার আদর্শ—
ইষ্ট বা গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া
অন্তরে স্বামীকে অটুট রাখিয়া,
ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা হইয়া,
উপযুক্ত সেবায়—
পারিপার্শ্বিক ও জগতে
ইষ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া
নন্দিত হইয়া
গত স্বামীর আত্মাকে নন্দিত করা।

বালবৈধব্যে

যদি তুমি বিধবা হইয়া থাক—
তোমার মস্তিষ্কে—
গত স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া যদি
কোনপ্রকার টান, উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষা
না-ই থাকিয়া থাকে,—
আর সে স্বামীকে যদি তুমি
স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া না থাক,
এবং
তাহার স্মারক সন্তানসন্ততি যদি
না-ই থাকিয়া থাকে,—
এবং তোমার যদি মনে পুরুষাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া
তোমাকে চঞ্চল ও উদ্বেল করিয়া তোলে,
সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আদর্শবান্ কোন পুরুষকে
তুমি অনায়াসে বরণ করিয়া

তোমার স্থিতি ও উৎকর্ষকে তাঁহার সহিত
নিবদ্ধ করিয়া—
তাঁহার সহিত আদর্শে সার্থক হইতে পার ;—
ইহাতে তুমি পাতিত্যকে এড়াইয়া
পবিত্রতাকে লইয়া
অস্খলিত জীবন
যাপন করিতে পারিবে।

আস্থা ও বিশ্বাসের স্থল

যাঁহাতে তোমার জীবন হইতে মরণ পর্য্যন্ত
যাহা-কিছু ন্যস্ত করিয়াছ,—
যাঁহাকে তোমার
প্রাণন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনের
ধারক বলিয়া জান,
যাহা বিদিত বেদ—
শুধু তাহাই বা তিনিই
তোমার সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাসের স্থল ;-
তাহা ছাড়া অন্য-কিছু বা কাহাতেও
কোনপ্রকারে রঞ্জিত না হইয়া
নিরপেক্ষ থাকিয়া—

যে অবস্থা তোমার সম্মুখে যেমন হইয়া দাঁড়াইবে
তোমার বোধ ও বিবেচনার সহিত
অভিনিবেশ সহকারে—
অনুধাবন করিয়া
যেমন বুঝিবে,—
তৎপ্রতি তোমার আস্থা ও ব্যবহারকেও তেমনতর
করিয়া লইও—
দুনিয়ায় কমই ঠকিবে !

পদস্খলনে

তুমি যদি স্খলিতপদ হইয়াই থাক—
ভ্রষ্টতা যদি তোমাকে আক্রমণ করিয়াই থাকে,-
ভয় নাই !—
তোমার করিবার ঢের আছে ঃ—
ইষ্টনিষ্ঠায় প্রতুল হও—
সেবা ও সম্বর্দ্ধনায়
তোমার পারিপার্শ্বিক ও জগৎকে
তোমার ইষ্টে অনুরক্ত করিয়া তোল,
ভ্রান্তির ঠুসি পরিয়া যে বিপথে চলিয়াছে
ধর,
ফিরাও তাহাকে—
কাণে অমৃতের মন্ত্র ঢালিয়া দাও—
উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল ;—

ইহাই হইল—
ভগবানের আশীর্ব্বাদ আহ্বান করিবার
প্রকৃষ্ট উপায় !—
আর যদি ইহাতেও—
তোমার নিম্নপুরুষানুরক্তি বাধা ঘটায়
তবে
এমন একজন পুরুষকে অবলম্বন কর
যিনি সর্ব্ববিষয়ে তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ ;—
আর তাঁহারই সেবা ও সাহচর্য্যে তুমি
যাহা কথিত হইয়াছে
তাহারই অনুসরণ কর—
উৎকৃষ্ট না হইলেও
নিকৃষ্ট হইবে না,
ঘৃণিত হইবে না,
পরমার্থেও সার্থক হইতে পার—
ইহাতে সন্দেহ কি ?

অকৃতজ্ঞতা ও প্রায়শ্চিত্ত

অকৃতজ্ঞ হইও না,
অকৃতজ্ঞতা মানুষের একটা পরম দোষ—
আর পাতকের ভিতর ইহা
মহাপাতক বলিয়া গণ্য ;—
প্রায় কোন দোষই ইহাকে অবলম্বন না করিয়া
আসিতে পারে না ;—
এই অকৃতজ্ঞতাকে যদি প্রশ্রয় দাও
যাহা-কিছু সমস্তই হারাইবে !
অকৃতজ্ঞতাই হচ্চে তা'-ই—
কোন মানুষ হইতে তুমি যাহা পাইয়াছ,—
যাহা অমঙ্গলকে প্রতিরোধ করিয়া
তোমাকে স্বস্তিতে তুলিয়া ধরিয়াছে—
তাহা অস্বীকার করিয়া বা ভুলিয়া গিয়া,
বিনীত ও বাধ্য থাকিয়া তাহার

প্রতিষ্ঠা না করিয়া

নিশ্চেষ্ট থাকা,—

অপলাপ, অপ্রশংসা বা অপভ্রংশ ঘটাইয়া

তাঁহাকে অমঙ্গলে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করা-

সাবধান হইও !

প্রশ্রয় দিও না !—

হইয়া থাকিলে প্রায়শ্চিত্ত করিও,

আর

'প্রায়শ্চিত্ত' মানেই হচ্চে—

মনে বা চিত্তে গমন করিয়া,

কারণ আবিষ্কার করিয়া,

তাহার এমনতর অপনোদন

যে

সে চরিত্র হইতে

চিরদিনের মত

বিদায় গ্রহণ করে।

নৃত্যগীতে
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

সঙ্গীতের মতন
সহজ চিত্তবিনোদনকারী
প্রাণায়াম
কমই দেখিতে পাওয়া যায়,—
আবার
নৃত্যের মতন
উৎফুল্লকারী ব্যায়ামও
বিরল ;
তাই, সদ্ভাবের উদ্দীপনা করে এমনতর
নৃত্যগীতে
স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই
জীবনে
সহজ ও সুন্দর করিয়া তোলে।

সতীত্ব

যিনি স্বামীর জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে
উন্নতির পথে উচ্ছল করিয়া—
সম্বর্দ্ধনা, সহানুভূতি, পারিপার্শ্বিকে প্রতিষ্ঠা,
সেবা, শুশ্রূষা, সাহায্য ও সামর্থ্যে
অবিচলিত রাখিয়া,
নিজের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে অটুট করিয়া,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন–
সতীত্ব তাঁহাতেই সার্থক !—
যদি নারীজন্মই লাভ করিয়াছ
সতীত্বকে আলিঙ্গন করিয়া
সার্থক হও,
জীব ও জগৎকে
সার্থক করিয়া তোল !

স্বামী

যদি তুমি তোমার পুরুষকে
তোমার অস্তিত্বের মত
অনুভব করিতে পার,
আর তাহা করিলে—
বস্তুতঃ তোমার চরিত্রের ভিতর দিয়া
চাল-চলন ভাব-ভাষা ইত্যাদির অভিব্যক্তি
যদি ঘোষণা করে
সে তোমার অস্তিত্ব—
জানিও 'স্বামী'-সম্বোধন
তখনই
তোমার জয়যুক্ত হইবে !

অহঙ্কারের ক্ষেত্র

তোমার অহংকে সেবাভাবে
আপ্লুত করিয়া রাখিও—
আর যখনই কোন সৎ—
অর্থাৎ
যাহা তোমার ও তোমার পারিপার্শ্বিকের
জীবন, যশ ও বৃদ্ধির অনুকূল—
প্রতিকূলকে পরাভূত করিয়া
তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে
অহংকে চালনা করিতে পার-
কিন্তু
কাহারও অহংকে খাটো বা তাচ্ছীল্য
করিয়া নয়,
বরং তেজ, সম্মান ও সমর্থনের সহিত—
ইহা বেশ করিয়া স্মরণ রাখিও,—

নতুবা
অহঙ্কারী বলিয়া
প্রতিষ্ঠা হইতে
বিচ্যুতিলাভ করিবে !

দরিদ্রতার দারিদ্র্য

তুমি অর্থে বা ঐশ্বর্য্যে দরিদ্র হইতে পার

কিন্তু সে দারিদ্র্য যেন তোমার চরিত্রে

হীনতা, দৈন্য ও দুষ্টি আনিতে না পারে-

দেখিও

তোমার দরিদ্রতা

দরিদ্র হইয়া যাইবে !

নিত্যকর্ম্মে শ্রমশিল্প

আবার বলি—

তোমার শ্রমশিল্প যেন তোমার
পারিপার্শ্বিকের
প্রয়োজন পূরণ করিয়া
তোমাকে অর্থে ও সম্পদে
সচ্ছল করিয়া তোলে,
শ্রমশিল্পের সেবা না করিয়া
লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ হইতে
বঞ্চিত হইও না ;—
এটা যেন তোমার
নৈমিত্তিক ব্রত হয়
মনে রাখিও—
ভুলিও না !

উপহার-গ্রহণে—
সতর্কতা

মা, বাপ, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, আদর্শ, গুরুজন
ও আপন ভাইবোন ছাড়া—
কেহ যদি ভালবাসিয়া তোমাকে
কোনপ্রকার দান বা উপহার
দিতে চায়,
তাহা কখনই গ্রহণ করিও না—
এমনকি বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইলেও না ;—
যদি নিতেই হয়—
বাপ, স্বামী, শ্বশুরের হাত দিয়া
অনুরোধকারীর উপহার লইও ;
কারণ
এই দানের ভিতর দিয়া
অনেক দুষ্টমন তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে,—

তাহার ফলে
যাহা তুমি কখনও ভাব নাই
তাহা ঘটিতে—
হয়ত একটুও কালবিলম্ব ঘটিবে না—
সাবধান হইও !

জীবনের ধর্ম্ম
ও
সহধর্ম্মিণীত্ব

অবস্থা (state of existence), বস্তু (object),
আসক্তি (attachment), সাড়া (stimulus &
response) ও বোধ (sensation)—
ইহা হইতেই জানার উৎপত্তি ;
আর এই বোধ ও জানা হইতেই
মানুষ ঠিক করিয়া লয়—
কোন্‌টি তাহার জীবনযাপনের অনুকূল
কোন্‌টিই বা তাহার জীবনের পক্ষে প্রতিকূল ;
যাহা অনুকূল মনে করে
তাহাই তাহার আনন্দের হইয়া ওঠে
—প্রতিকূল যাহা তাহাই তার দুঃখের ;—

এই অনুকূলে অনুরক্তি তাহাকে
বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিয়া
উদ্বিগ্ন ও অশান্ত করিয়া তোলে—
তাহাই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়—
যেন তার পারিপার্শ্বিক তাহাকে
নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে ;
আবার,
মানুষের অস্তিত্ব বা অবস্থার চেতনা
তার পারিপার্শ্বিকের সংঘাতেই ঘটিয়া থাকে—;
তার পারিপার্শ্বিক তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া
হজম করিতে চায়,
কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টায়—
তাহার অবস্থা বা থাকাকে
রক্ষা করিতে ব্যতিব্যস্ত !
এমনতর ব্যাপারে—
বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে বাঁচাইতে হইলেই—

পারিপার্শ্বিকের কোন-একটাকে—
যাহা নাকি জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল—
যাহাতে জীবন ও বৃদ্ধি সমৃদ্ধ হয়—
তাহাতে অনুরক্ত হইতে হইবে—
আর এইটিই মানুষের ইষ্ট, গুরু বা আদর্শ !
তাই
যে জীবন আদর্শে অনুপ্রাণিত নয়,
কর্ম্ম যার বিচ্ছুরিত ও উদ্দাম হইয়া
তাহার ইষ্ট বা আদর্শকে
প্রতিষ্ঠা করার উদ্বেগ বহন করে না-
সে জীবন যে কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
মরণ-সীমাকে স্পর্শ করিবে
তার আর সন্দেহ কি ?—
তাই, তোমার স্বামী যদি কোন ইষ্ট বা আদর্শে
তাঁহাকে ন্যস্ত না-ই করিয়া থাকেন,
তাঁহাকে বুঝাইয়া

প্রয়োজনের প্রয়োজন দেখাইয়া
অবিলম্বে আদর্শবান্ করিয়া তোল—
সহধর্ম্মিণী হও,
অনুসরণ কর, চল—
দেখিবে—
জীবন, যশ ও বৃদ্ধি হইতে
বঞ্চিত হইবে না,
তৃপ্তি, স্বস্তি ও শান্তি—
তোমাদের জয়গানে,
জাতি ও জগৎকে মুখর করিয়া তুলিবে !

স্বস্তি

তুমি ভাবিতে পার—
তোমার স্বামীর প্রতি বা সংসারের প্রতি
যা' কিছু করণীয়—শুধু তোমারই ?
কিন্তু বুঝিও—
ভাল পাইতে হইলেই
ভাল করিতে হয়—
তা' তোমার বেলায়ও যেমন,
অন্যের বেলায়ও তেমনই ;—
তুমি যদি অন্যের মঙ্গলে যাহা-কিছু করণীয়—
পাওয়ার আশা না রাখিয়া—
যতদূর সম্ভব—
উদ্বেগশূন্যভাবে করিয়া যাইতে পার,

দেখিবে

পাওয়ার জন্য তোমাকে আর

আঁকুপাকু করিতে হইবে না,

পাওয়া তো আসিবেই—

তোমার মনে অন্তরীক্ষে

কে যেন গাহিয়া উঠিবে

স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!